সত্যের সন্ধানে প্রতিক্ষণ

আওয়াজ বিডি

www.awaazbd.us

রবিবার, ০৪ জুন, ২০২৩ । ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ । ১৪ জিলক্বদ, ১৪৪৪ হিজরি । সংখ্যা ৩১২

খেলা | আফগানিস্তানের বিপক্ষে কড়া সতর্কে তামিম ইকবাল

বিনোদন | রাতে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মিথিলা

৫১ বাংলাদেশির ভিসা বাতিল

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্র ৫১ জন বাংলাদেশির ভিসা বাতিল করেছে। এ কার্যক্রম গত তিন মাসের। যাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন রাজনীতিক, আমলা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও শিল্পী। এদের সবার নামেই যুক্তরাষ্ট্রে আসার মাল্টিপল বা অন্য ভিসা মঞ্জুর করা ছিল। এদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান, রাজনীতিতে গডফাদার হিসেবে আচরণ প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়েছে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ের একজন নেতাও এর মধ্যে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এক রাষ্ট্রদূতকে শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সম্প্রতি ডিওএইচএস-এ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে হামলার ঘটনার পর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা তা সমর্থন করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দুই জনের ভিসা বাতিল হয়েছে। তাদেরকে দূতাবাস চিঠি দিয়ে ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের মধ্যমসারির এক নেতা মে মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আগমন উপলক্ষে

যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য ভিসার আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার তাগিদ দিয়ে আগাম ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৪ মে এ ঘোষণা দেয়া হলেও বাইডেন প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নেয় এপ্রিলের প্রথম নাগাদ। বাংলাদেশ সরকারকে তা জানানো হয় ৩ মে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস সংখ্যা উল্লেখ না করে বেশ কিছু বাংলাদেশির ভিসা বাতিলের কথা স্বীকার করেছে। দূতাবাসের মূখপাত্র বলেছেন, যাদের ভিসা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাদের অবহিত করা একটি সাধারণ রীতি। তবে নির্বাচন প্রশ্নে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আগাম ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা অনুসারে এখনও কারও ভিসা আবেদন বাতিল করা হয়নি বলে তিনি জানান।

ভিসা বাতিল কিংবা ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হ্রাসের প্রতিশোধমূলক কিনা প্রশ্ন করা হলে দূতাবাসের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের বলা হয়েছে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন ভিসা নীতি ঘোষণার প্রেক্ষিত একেবারেই ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালো বন্ধু। এ দেশটিতে মানুষ যেন গণতান্ত্রিক অধিকার নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র সেটাই দেখতে চায়। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

কাবার পথের মেহমান

জাফর আহমেদ: হজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ। আরবি ভাষায় হজ শব্দের অর্থ জিয়ারতের সঙ্কল্প করা। খানায়ে কাবা জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চার দিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম হজ রাখা হয়েছে। কিন্তু এ হজের পেছনে এক সংগ্রামী, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস নিহিত রয়েছে। যারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে হাজিরা দিতে যাবেন, তারা মনোযোগসহকারে সে ইতিহাস অধ্যয়ন করে নেন তবে হজের প্রকৃত শিক্ষা ও কল্যাণ লাভ করা সহজ হবে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা পেতে পারে ১ কোটি অভিবাসী

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ১ কোটি ১০ লাখ (১১ মিলিয়ন) অবৈধ অভিবাসীদের 'এগ্রিকালচারাল ওর্য়াকার' বা 'কৃষি শ্রমিক' হিসেবে বৈধ করার প্রস্তাব উঠেছে। সরকারি দল ডেমোক্র্যাট ও বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির ২ জন কংগ্রেসওম্যান তৈরি করেছেন একটি বাইপার্টিজান ইমিগ্রেশন বিল। যার নাম দেয়া হয়েছে ' দ্য ডিগনিটি অব ২০২৩'। এই বিলের উদ্যোক্তা হচ্ছেন টেক্সাস থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট দলীয় কংগ্রেসওম্যান ভারোনিকা এসকোবার ও ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান মারিয়া এলভিরা সালাজার। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

রোহিঙ্গাদের জন্য জরুরি অর্থ সহায়তা চেয়েছে জাতিসংঘ

উত্তর আমেরিকা অফিস: আন্তর্জাতিক দাতাদের অর্থ সহায়তা হ্রাস করায় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য রেশনের পরিমাণ আরো কমানো হচ্ছে। সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জরুরি অর্থ সহয়াতার আবেদন জানিয়েছে জাতিসংঘ। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় এই আহ্বান। প্রসঙ্গত, তহবিল সংকটের কারণে সম্প্রতি বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গাদের মাসিক খাদ্য সহায়তা বাবদ অর্থ তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কমানো হচ্ছে। এর ফলে শতকরা হিসেবে রোহিঙ্গাদের দৈনিক রেশন সহায়তা হ্রাস পাবে ৩৩ শতাংশ। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'রেশনের কাটছাঁট প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার জীবনে প্রভাব ফেলবে, যারা খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, যাদের জীবনধারণের জন্য কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ-সম্ভাবনা নেই।' চলতি বছরের শুরুতে রোহিঙ্গাদের জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অবৈধ গাঁজার দোকান বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ

উত্তর আমেরিকা অফিস: নিউইয়র্ক সিটির মারিজুয়ানা নিয়ন্ত্রণকারীরা জানিয়েছেন, তারা ১,৫০০ অবৈধ গাঁজা বিক্রির দোকান বন্ধ করে দেবে। রাজ্য ও নগরী গাঁজা নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন যে আইন প্রণীত হচ্ছে, সেটা তাদের গোপন গাঁজা বাজার ধ্বংস করতে অনেক ক্ষমতা দেবে এবং তারা তা ব্যবহার করে অবৈধদের দমন করতে পারবেন। নিউইয়র্ক গাঁজা বিক্রি আইনসম্মত করার পর রাজ্যজুড়ে মাত্র ১২টি দোকানে তা বেচার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ফুল, ভোজ্য ও ভেপ নগরীর প্রতিটি এলাকার প্রায় প্রতিটি রাস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

'ক্লিন স্লেট' বিল উস্কে দিচ্ছে বিতর্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস: আইনপ্রণেতারা যখন বিতর্কিত 'ক্লিন স্লেট' বিল' অনুমোদন করার দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন, তখন তা নিয়ে বিতর্ক জোরদার হচ্ছে। বিলটি পাস হলে ছোট বা বড় সব ধরনের অপরাধের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাজা ভোগের পর তা গোপন করার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। সমাজের জন্য তা ভালো হবে না খারাপ হবে, তা নিয়েই জোর বিতর্ক চলছে। সমর্থকেরা মনে করছেন, 'ক্লিন স্লেট' লোকজনকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবে। একবার তো যে কেউ ভুল করে বা ক্ষণিকের প্রলোভনে অপরাধ করে ফেলতেই পারে। সাজা ভোগের পরও যদি তাকে সেই গ্লানি বহন করে চলতে হয়, তবে তাদের জীবন হয়ে পড়তে পারে দুর্বিসহ। তবে সমালোচকেরা এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতি এবং জন নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

হোমলেসদের সুরক্ষা বিল পাস

উত্তর আমেরিকা অফিস: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস 'হোমলেস বিল অব রাইটস'কে আইনে পরিণত করার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে নগরীতে রেকর্ড সংখ্যক গৃহহীনদের- হোমলেসদের আইনগত সুরক্ষা আরো বাড়বে। অবশ্য আইনটির কিছু সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে সমালোচকেরা বলছেন, এতে তাদের খুব বেশি ফায়দা হবে না। গত সামার থেকে ৭০ হাজার আন্তর্জাতিক অভিবাসীর আগমন ঘটায় নিউইয়র্ক সিটির শেল্টারগুলোর ওপর মারাত্মক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন আইনে আশ্রয়হীনরা তাদের ইচ্ছামতো যেকোনো স্থানে ঘুমানোর অধিকার না পেলেও পাবলিক প্লেসজুলোতে কাজটি করার অধিকার পাবে। নিউইয়র্ক সিটির আরেকটি আইনে গৃহহীনরা ঘরের বাইরে কোথায় কোথায় ঘুমাতে পারবে, তা বলা হয়েছে। ওই আইনে বলা হয়েছে, চলাচলের রাস্তা বহাল রাখার জন্য পুলিশ ফুটপাত ও রাস্তাগুলো পরিষ্কার রাখতে পারবে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা

উত্তর আমেরিকা অফিস: দেশের জন্য প্রবাসীদের মায়া অন্যদের চেয়ে একটু বেশী। একজন প্রবাসী নিজে না খেয়ে হলেও দেশে পরিবার-স্বজনদের মুখে আহার তুলে দেন। বলতে গেলে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে খেয়ে না খেয়ে দেশে রেমিট্যান্স পাঠান। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সেই দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু সেই প্রবাসী বা রেমিট্যান্সযোদ্ধাদেরই এখন ঢালাওভাবে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। দেশে হুন্ডি ব্যবসার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটলেও সরকার কোনোভাবেই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের 'পাচারকারী' বলতে ন্যূনতম দ্বিধা করছে না। অথচ দেশ থেকে হুন্ডির টাকাই বৈধপথে রেমিট্যান্স হয়ে দেশে ফিরছে। রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবাহ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এখন যেসব প্রবাসী বৈধভাবে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন তারাও যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের নজরে পড়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে অস্বাভাবিক রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবাহ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগ বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পদের খোঁজ খবর নিচ্ছে বলে জানা গেছে। গত বছরের ২৭ জুলাই সংখ্যায় প্রবাসের প্রাচীনতম পত্রিকা ঠিকানা'য় 'ডলার ইন, টাকা আউট' শিরোনামে প্রধান খবর ছাপা হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে দেশের টাকা পাচার হয়ে বিদেশ যাচ্ছে। পরে তা রেমিট্যান্স হয়ে দেশে ফিরছে। অর্থাৎ হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হওয়া টাকা নানা কৌশলে বৈধ হচ্ছে। দেরীতে হলেও ঠিকানার প্রতিদেনই সত্যি হয়েছে। এদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা প্রবাসীদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়েন সঙ্গতি খুঁজতে শুরু করছে। কানাডার মত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে প্রবাসীদের আয় ও সম্পদের খোঁজ চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর (ইউএসসিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের শেষে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজারের কিছু বেশির। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

মার্কিন কংগ্রেসে পাস হলো ঋণসীমা বিল

উত্তর আমেরিকা অফিস: ঋণসীমা বাড়ানোর বিল পাস হলো মার্কিন কংগ্রেসে। এর মাধ্যমে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেলো বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির রাষ্ট্রটি। নিম্নকক্ষে পাসের পরের দিনই বৃহস্পতিবার (১ জুন) রাতে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বা সিনেটে ৬৩ ভোট পেয়ে বিলটি পাস হয়। বিপরীতে ভোট ছিলো ৩৬টি। বিলটিতে ১১টি সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সিনেট সদস্যরা। তবে এর কোনোটিই গ্রহণ করা হয়নি। ১০০ সদস্যের সিনেটে বিল পাস হতে প্রয়োজন ছিল ৬০টি ভোট। বিলটির পক্ষে ডেমোক্র্যাট দলের ৪৪ জন, ১৭ জন রিপাবলিকান ও স্বাধীনভাবে ভোট দিয়েছেন ২ জন সদস্য। এখন বিলটিতে শুধু প্রেসিডেন্টের সই করা বাকি। যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ রয়েছে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি রাজনীতিতে নতুন ভীতি

আওয়াজবিডি ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য ঘোষিত ভিসা নীতি ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করেছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের বিধিনিষেধের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে ভিসা নীতিতে। ঘোষিত ভিসা নীতির বিধিনিষেধ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব রাজনৈতিক দলের জন্যই প্রযোজ্য এবং একটা সতর্কবার্তা। বিষয়টা আওয়ামী লীগ ও সরকারকে চিন্তায় ফেলেছে। বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করার পর ঢাকায় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক তোলপাড় হচ্ছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে জনপ্রশাসনে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

এখন ন্যাটোতে যোগদান 'অসম্ভব' : জেলেনস্কি

আওয়াজবিডি ডেস্ক: যুদ্ধরত অবস্থায় ইউক্রেনের পক্ষে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো)-এর সদস্য হওয়া 'অসম্ভব'। বিষয়টি বোঝেন বলে শুক্রবার (২ জুন) মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এক প্রতিবেদনে আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলার কারিসের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কি বলেছেন, জোটটিতে যোগ দেওয়া নিরাপত্তার জন্য এখনও সবচেয়ে ভালো নিশ্চিয়তা। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমরা কোনও ন্যাটো দেশকে যুদ্ধে টেনে আনবো না। এ কারণেই আমরা বুঝি যে যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় ন্যাটোতে যোগ দেওয়া সম্ভব না। এমন নয় যে আমরা চাই না, তবে এখন এটি অসম্ভব।' ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছে রাশিয়া। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

ফের হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

উত্তর আমেরিকা অফিস: একাধিকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। ফের এমনই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন তিনি। ১ জুন (বৃহস্পতিবার) কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে ইউএস এয়ারফোর্স একাডেমির স্নাতকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তিনি। খবর : বিবিসির। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পড়ে যাওয়ার পর বিমানবাহিনীর কর্মকর্তারা তাকে সাহায্য করতে ছুটে যান। তবে কারও সাহায্য ছাড়াই তার আসনে ফিরে যান বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রেসিডেন্টের বয়স ৮০ বছর। তিনি দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। এই বয়সে তিনি ৯২১ জন গ্র্যাজুয়েট ক্যাডেটের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করেছেন। এ জন্য তাকে দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। অনুষ্ঠানের পর প্রেসিডেন্টের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ পরিচালক বেন লাবোল্ট বলেন, প্রেসিডেন্ট ভালো আছেন। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

ভারতে রেল দুর্ঘটনা

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৯৮

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ভারতের ওড়িশার বালেশ্বরে আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৮-এ। আহত ৯০০ জনেরও বেশি। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে. প্রত্যক্ষদর্শীদেরও আশঙ্কা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনে অনেক যাত্রী আটকে রয়েছেন বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছে। ট্রেনের দরজা ভেঙে ও গ্যাস কাটারের সাহায্যে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। নামানো হয়েছে সেনাবাহিনীকেও। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

৫১ বাংলাদেশির ভিসা

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আগাম ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা ও অনেকের ভিসা বাতিলের খবরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্বাভাবিক হারে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স যাওয়া শুরু হয়েছে। গত বছর এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স গিয়েছিল ২.৮৭ বিলিয়ন ডলার। এ বছর উল্লেখিত দুই মাসে গিয়েছে ৩.০৫ বিলিয়ন ডলার। সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা খাতুন বলেছেন, ট্রেন্ডটি আনইউজুয়াল। কেন এমন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার বিষয়।

কমিউনিটিতে মানি একচেঞ্জ ব্যবসার সাথে জড়িত নিউইয়র্কের এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী বলেন, বৈধ পথের তুলনায় হুন্ডির মাধ্যমে কয়েক গুণ বেশি ডলার যাচ্ছে বাংলাদেশে। কার্যত গত কয়েক বছরে এই অর্থ বাংলাদেশ থেকেই এসেছিল। তা এখন আবার বাংলাদেশেই ফিরে যাচ্ছে। একটি অংশ যাচ্ছে কানাডা, মালয়েশিয়া কিংবা দুবাইয়ে। যে পথে এসেছিল, অর্থ আবার সে পথেই তারা নিয়ে যাচ্ছে। অর্থপাচারকারীরা আস্থার জায়গাটি হয়তো হারিয়ে ফেলছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে অবস্থানকারে অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের আবেদন ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে বলে উল্লেখ করেছেন। বিলটিকে অ্যামনেস্টি না বলে ইমিগ্রেশন রিফর্ম বিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আগামী জুন নাগাদ বিলটি হাউজে আনুষ্ঠানিকভাবে উঠবে। সেখানে পাস হলে তা যাবে সিনেটে। কংগ্রেসর উভয় পক্ষই বিলটির ব্যাপারে ইতিবাচক কথাবার্তা বলছেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবাধ প্রবেশ এখন মহাদুর্যোগের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ হাজার অ্যাসাইলাম প্রার্থী বা মাইগ্রান্ট প্রবেশ করছে সীমান্ত পথে। দেশের দক্ষিন সীমান্তে বিরাজ করছে অস্থিরতা। প্রতিদিন শিশু মাইগ্রেন্টসহ অনেকেই মারা যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে কিংবা ভেতরে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো সরকারের সমালোচনায় সোচ্চার হওয়ায় বিরাজ করছে মানবেতর পরিস্থিতি। বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে বর্ডার পরিস্থিতিতে তুলোধুনো করছে। বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি বাইডেন প্রশাসনও।

এটি একটি কমপ্রেহিনসিভ বিল আকারে তোলা হবে। ইমিগ্রেশন প্রশ্নে রিপাবলিকানদের কঠোর অবস্থান নমনীয় করা হয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের অতি উদার নীতিরও কর্তন করা হচ্ছে প্রস্তাবিত বিলটিতে। বিলটির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল উভয় আইলের কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধি সাংবাদিকদের বলেছেন, হতাশা ও বিভ্রান্তিতে ইমিগ্রেশন ইস্যু। যুক্তিসংগত ও নুন্যতম কমন গ্রাউন্ডে কংগ্রেসে একটি বাইপার্টিজান বিল আসছে। এটি হতে পারে অন্ধকারের আলোর দিশা।তা উভয় দলের সদস্যদের কাছে গ্রহনযোগ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিলটিতে আমেরিকায় কাগজপত্রহীন বা অবৈধভাবে বসবাসরত ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লাখ মানুষের বৈধতা দানের বিষয়টি সংযোজত হচ্ছে। তাদেরকে 'অ্যাগ্রিকালচারাল ওর্য়াকার' বা 'কৃষি শ্রমিক হিসেবে স্ট্যাটাস দেয়া হবে। পাশাপাশি সীমান্ত অতিক্রম করে এখন যারা আসছেন তাদের ব্যাপক স্ক্রুটনি ও ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের ব্যবস্থা থাকবে। ৪৫ দিনের মধ্যে এলিজিবিলিটি প্রমানিত না হলে থাকছে তাদের ডিপোর্ট করার বিধান। এছাড়া সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরির জন্য বিশাল অংকের বরাদ্দের প্রস্তাব থাকছে বিলটিতে।

বিলটিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বিল্ট দ্যা ওয়াল' রাজনৈতিক ককপিট থেকে সরে এসে সীমান্ত নীরাপত্তার ওপর জোড় দেয়া হয়েছে। বিল্ট দ্যা ওয়াল না বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও জনবল বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এসাইলামের জন্য থাকছে নতুন পথ নির্দেশনা। ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিলটি পাস হলে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম বন্ধ হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কাগজপত্রহীনরা লিগ্যাল স্টাটাস, ওয়ার্ক পারমিট ও ট্রাভেল ডকুমেন্ট পাবেন।

বিলটিতে সীমান্তে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বির্নিমান এর পাশাপাশি টেকনোলজির, রিসার্স ও টাস্কফোর্স ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হয়েছে। এসাইলাম প্রার্থী কিংবা লিগ্যালি মাইগ্র্যান্টে আগ্রহী প্রার্থীর প্রত্যেককে ৫ হাজার ডলার করে দিতে হবে। তবে তা ৭ বছরের কিস্তিতে প্রদান করা যাবে। ওয়ার্ক পারমিট পাবার সাথে সাথে ট্যাক্স প্রদান শুরু করতে হবে।

ইউএস আর্মিতে যোগদানের আগ্রহ সম্বলিত একটি অপশন থাকবে আবেদনে। যা কিনা পরবর্তীতে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পথকে সুগম করবে। বিলটির আকর্ষনীয় বিষয় হচ্ছে বর্ডার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ইকুয়েপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, টেকনোলজির আধুনিকীকরন,অধিক সংখ্যক সিপিবি এজেন্ট ও অফিসার নিয়োগ, ইউএস সিটিজেনশীপ ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসের অপারেশন-সাপোর্ট সার্ভিসের জন্য ২.৫৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের কনস্যুলার সার্ভিসের জন্য ৮৫২ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বাজেট।

এছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে রিজিওনাল অফিস স্থাপন। সেখানেই এসাইলাম প্রার্থীর এলিজিবিলিটির প্রি-স্ক্রিনড সম্পন্ন হবে। যদি অ্যাসাইলাম পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হন তবে তাদেও জন্য 'হিউম্যানিটারিয়ান ভিসা' ইস্যু করা হবে। এতে তারা বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে। সীমান্তে গিয়ে মাসের পর মাস প্রবেশের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক

রোহিঙ্গাদের জন্য

মাথাপিছু মাসিক ১২ মার্কিন ডলার মূল্যমানের রেশন সহায়তা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু অর্থায়নের অভাবে ১ মার্চ থেকে তাদের মাথাপিছু মাসিক রেশন কমিয়ে ১০ মার্কিন ডলার করা হয়। কিন্তু তহবিলে টান পড়ায় ১ জুন থেকে বৃহস্পতিবার থেকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতি মাসে আট মার্কিন ডলার বা ৮৪০ টাকা সমমূল্যের রেশন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস বলেন, 'আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের খাদ্য সাহায্য কমাতে বাধ্য হচ্ছে। এতে তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থা হবে ভয়াবহ। নারী, শিশু ও সবচেয়ে নাজুক মানুষেরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আমরা জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি।'

চলতি বছর রোহিঙ্গাদের জন্য ৮৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল। ১ জুন পর্যন্ত এর মাত্র ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ অর্থ জোগাড় হয়েছে। এ কারণে অন্যান্য জরুরি কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডে কাটছাঁট করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

অবৈধ গাঁজার

নিউইয়র্ক সিটির ক্যানাবিস জার ডেশিডা ডসন বলেন, তিনি নিউইয়র্কের লোক হওয়ায় বিষয়টি জানেন। লোকজন এখানে সুযোগ নিতে আসে এবং তারা সুযোগটি লুফে নেয়। উল্লেখ্য, গত উইন্টারে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অ্যাডামস তাকে ওই পদে নিয়োগ করেছিলেন।

অন্যদিকে যারা গাঁজা বিক্রির লাইসেন্স পেয়েছেন, তারা আশঙ্কা করছেন যে অবৈধদের তৎপরতার কারণে তারা লোকসানের শিকার হবেন। এমন একজন হলেন ডেভিড নিকপোনস্কি। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে এই কারণে ভয় পাচ্ছেন যে বিপুলসংখ্যক অবৈধ কারবারি থাকায় তারা তাদের প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো চালাতে পারবেন না।

তিনি বলেন, অবৈধ দোকানদারকে ইউনিয়নের বিধি অনুযায়ী বেতন দিতে হয় না, কর দিতে হয় না। ফলে তারা অন্যদের চেয়ে সস্তায় বিক্রি করতে পারে।

তবে বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনাকারীদের জন্য স্বস্তির খবর হলো, গভর্নর হোকুল গত মাসে অবৈধ দোকানদারদের জরিমানা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তা বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশও দিয়েছেন।

ক্লিন স্লেট বিল উস্কে

এই বিলে ছোট অপরাধের জন্য তিন বছর পর্যন্ত এবং নরহত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি বড় অপরাধের জন্য সাত বছর পর্যন্ত সাজা ভোগকারী ব্যক্তি যদি আর অপরাধ না করে, তবে তাদের অপরাধের বিষয়টি গোপন রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, 'আমরা বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত করিনি। তবে আমরা এ নিয়ে ভাবছি।'

তিনি বলেন, 'আমরা আশা করছি, চলতি অধিবেশনের মধ্যেই আমরা কাজটি করে ফেলতে পারব।'

অবশ্য প্রস্তাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আদালত, আইনজীবী, স্কুল এবং এমনকি উবারেও সিল করা নথিগুলো দেখার সুযোগ পাবে। এমনকি ড্রাইভিং-সম্পর্কি চাকরি ও বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সময়ও ডিএমভি ও সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ওইসব নথিপত্র দেখার সুযোগ পাবেন।

তবে রিপাবলিকান দলীয় কয়েকজন সদস্য মনে করছেন, এর ফলে অপরাধ বাড়তে পরে।

অ্যাসেম্বলির মাইনরিটি নেতা উইলিয়াম বার্কলে বলেন, 'ডেমোক্র্যাটদের অপরাধীদের পক্ষে আইন প্রণয়ন শেষ হবে না। দ্বিতীয় সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ, তবে লোকজনের নথিপত্রভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। ক্লিন স্লেট হলো দাগি অপরাধীদের জন্য আরেকটি বিজয়। এটি নিউইয়র্কের জননিরাপত্তার জন্য আরেকটি ক্ষতি।'

'ক্লিন স্লেট' আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা। তারা মনে করছেন, এতে তাদের পক্ষে কর্মী নিয়োগ সহজ হবে।

বিজনেস কাউন্সিল অব নিউ ইয়র্ক স্টেটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট পল জুবের বলেন, 'এসব লোক সমাজের প্রতি তাদের ঋণ পরিশোধ করেছে। আমরা এসব লোককে ভালো নাগরিক হতে বলছি। তারা ভালো কাজ করলেও কেন তাদেরকে শ্রমবাজার থেকে বাইরে রাখব?'

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এই বিলের ফলে প্রায় ১৮ হাজার লোক সমাজে একীভূত হতে পারবে। আর এতে করে রাজ্য আনুমানিক ৭.১ বিলিয়ন ডলার লাভবান হবে। এই অর্থ অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র

দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৬৮ হাজার ডলারের কিছু কম।

ইউএস ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের (ইউএসবিএলএস) হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২১ সালে মাথাপিছু গড় ব্যয় ছিল প্রায় ৬৭ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি উপার্জনকারীরা গোটা বছরজুড়ে আয় করেছেন দেশটির গড় ব্যয়ের চেয়ে সামান্য বেশি। এ হিসাব আমলে নিলে বাংলাদেশি পরিবারগুলোর উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ও খুব বেশি হওয়ার কথা না। যদিও এ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিরাই এখন দেশের রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় উৎস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স গেছে ৩০৪ কোটি ৭৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশি প্রতি মাসে গড়ে ২ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বাংলাদেশে। যদিও সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বক্তব্য হলো প্রতি মাসে জীবনযাপনের ব্যয় বহন করে দেশে ২ হাজার ডলার পাঠানো বেশির ভাগ বাংলাদেশি প্রবাসীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত সৌদি আরবে শ্রমিক হিসেবে গিয়েছেন ৫৪ লাখের বেশি বাংলাদেশি। এছাড়া দক্ষ পেশাজীবী হিসেবেও সেখানে অবস্থান করছেন আরো অনেকে। অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এ বিপুলসংখ্যক সৌদিপ্রবাসী বাংলাদেশির চেয়েও বেশি অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীরা।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাংলাদেশিদের বড় একটি অংশ সেখানে আছেন শিক্ষার্থী হিসাবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি ও সেখানে বসবাসের খরচ বহন করে দেশে এত বিপুল অংকের অর্থ পাঠানো সম্ভব নয়। উপরন্তু দেশটিতে মূল্যস্ফীতি এখন প্রকট আকার নিয়েছে। এ মূল্যস্ফীতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সম্প্রতি আগ্রাসী মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে এসেছে। সে হিসেবে দেশটি থেকে এত বিপুল পরিমাণ অংক বাংলাদেশে রেমিট্যান্স হিসেবে আসার বিষয়টি বিস্ময়কর। অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্সকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছেন ব্যাংক নির্বাহীরা। দেশের একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে, সেটি দেখে তারা নিজেরাও বিস্মিত। হঠাৎ করে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেটি বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ব্যাংকগুলো মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে রেমিট্যান্স কিনে নেয়। মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান কী প্রক্রিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে ডলার কিনছে, সেটি জানা সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে হঠাৎ রেমিট্যান্স আসা বেড়ে যাওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। বিষয়টিকে 'অস্বাভাবিক' বলে ব্যাখ্যা করে পাচারের অর্থ রেমিট্যান্স হয়ে দেশে ফিরছে কিনা, এ প্রশ্ন তুলেছে সংস্থাটি। সম্প্রতি সিপিডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, এটা একেবারেই আনইউজাল, কখনোই হয় না। কারণ, আমরা জানি আমাদের বেশিরভাগ রেমিট্যান্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। গত ১০ মাসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ৯ দশমিক ২২ লাখ মানুষ গেছে।

সেখান থেকে প্রত্যাশা মতো রেমিট্যান্স আসছে না। লোক যাওয়া ও রেমিট্যান্সের মধ্যে মিসম্যাচ হচ্ছে। এতদিন সৌদি আরব থেকে বেশি রেমিট্যান্স এলেও যুক্তরাষ্ট্র এখন সে জায়গা দখল করেছে। সিপিডি বলছে, ২০২১-২২ অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) সৌদি থেকে ৩.৮৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এলেও চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের একই সময়ে এসেছে ৩.০৪ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স এসেছিল ২ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার, চলতি বছরের একই সময়ে তা বেড়ে ৩ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিকে সন্দেহের চোখে দেখছে সিপিডি।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যারা যায় তাদের বেশিরভাগই হোয়াইট কালার জব করে। অনেকেই ঘরবাড়ি ও জমিজমা বিক্রি করে দেশ থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়। অনেক শিক্ষার্থীও সে দেশে আছে। তারা তো আর টাকা পাঠাতে পারে না। তাহলে বিপুল এ রেমিট্যান্স আসছে কোথা থেকে! তিনি বলেন, এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে এমন- যেখান থেকে টাকাটা পাচার হয়েছে সেটা আবার রেমিট্যান্স হয়ে দেশে ফেরত আসছে। রেমিট্যান্সের ওপর যে আড়াই শতাংশ ইনসেন্টিভ বা সাবসিডি দেয়া হচ্ছে সেটার সুযোগ নেয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে আরও গভীরে গিয়ে বিষয়টির অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বৃহস্পতিবার বিআইডিএস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, সরকার এবং ব্যাংক চাইলেও হুন্ডির সঙ্গে পারা সম্ভব নয়। হুন্ডিকে কীভাবে প্রপার চ্যানেলে আনা যায় সেজন্য ভারতকে অনুসরণ করে অ্যাপসের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আনার কাজ করা হচ্ছে।

প্রবাসীরা বলছেন, দেশে হুন্ডি বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের। অথচ সরকার সেটি করতে ব্যর্থ হওয়ায় এখন সকল প্রবাসী সন্দেহের চোখে পড়ছেন। তাদের মতে, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে তারা কষ্টার্জিত অর্থই দেশে পাঠান। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা অস্বচ্ছতা থাকে, যেমন একটি পরিবার যা আয় করে তার সবটুকু ট্যাক্স ফাইলে অন্তর্ভূক্ত করেন না। ওই বাড়তি অর্থটুকু সারা বছর ধরে দেশে পাঠান বৈধভাবে। কিন্তু সম্প্রতি অস্বাভাবিক রেমিট্যান্সের কারণে সবাই সন্দেহের চোখে দেখছেন। সরকার হুন্ডি বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে সাধারণ প্রবাসীরাও ভয়ে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো কমিয়ে দেবেন। এতে করে বৈধ পথেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাবে। এর বিরূপ প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিহিংসা পরায়ন, দুর্নীতিবাজ ও গণতন্ত্রের কফিনে পেরেক ঠুকে দেয়া রাজনীতিক ও তাদের সহায়ক শক্তির মাঝে।

বিশেষ করে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা যারা রাষ্ট্র ও জনগণের সাথে বেইমানী করে ধ্বংস করেছে সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। লুটপাটের মাধ্যমে দেশের অর্থ সম্পদ পাচার করেছে যুক্তরাষ্ট্রে। অভয়াশ্রম মনে করে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য সেকেন্ড হোম ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন দেশটিতে। অবৈধ অর্থে যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন গড়া কিংবা সন্তানদের পড়াতে পাঠিয়ে এতোদিন যারা নির্বিঘ্নে ছিলেন ঘুম হারাম হয়ে গেছে তাদের।

এই তালিকায় দেশের একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে পরিবার পরিজন ও অর্থ সম্পদ। নতুন ভিসা নীতি আতঙ্ক দেখা দিয়েছে তাদের মাঝেও। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেন ঘোষিত ভিসা নীতি ছিলো একটি নজিরবিহীন ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এর আগে উগান্ডা, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া ও বেলারুশের মতো দেশের জন্য এধরণের ভিসানীতি ঘোষণা করে। কিন্তু বাংলাদেশকে এ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে এমনটি ভাবতে পারেননি কেউ।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যারা বাঁধা সৃষ্টি করবে তারাই পড়বে এই ভিসা নীতির আওতায়। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত তিনটি সময়কালের জন্যই প্রযোজ্য হবে এই নীতি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ঘোষিত এই ভিসা নীতি ব্যক্তি বিশেষের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার চেয়েও কঠোর একটি সিদ্ধান্ত। ব্লিংকনের ঘোষণার তিন সপ্তাহ পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয় সিদ্ধান্তটি। কিন্তু সরকার তা আমলে না নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার নীতি আদর্শ নিয়ে।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‌্যাব ও প্রতিষ্ঠানটির ৬ কর্মকর্তার উপর প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের আরো অনেকের উপর নিষেধাজ্ঞা আসন্ন এমন সংবাদ সোস্যাল মিডিয়ায় চাউর হচ্ছে প্রতিদিনই। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান উন্নয়ন সহযোগী। ভিসা প্রথা তুলে দিলে একদিনেই গোটা দেশ সয়লাব হয়ে যাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের অভিবাসনের ইতিহাস সুদীর্ঘ দিনের নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে এসে স্থায়ীভাবে থেকে যান অনেকে। এছাড়া জাহাজে কাজ করতেন এমন অনেকে বন্দর থেকে পালিয়ে বসতি গড়েছেন। পরবর্তীতে ওপি-ওয়ান ও ডিভি লটারির মাধ্যমে মোটা দাগে বাংলাদেশীদের সুযোগ হয় বৈধ অভিবাসনের। ফ্যামিলি ভিসায় তাদের পরিবারের সদস্যরা আসছেন এখনো। বন্ধুর পথ পেরিয়ে অবৈধভাবেও যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন অনেক বাংলাদেশী। সব মিলিয়ে এ সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়েছে । এর বাইরে প্রায় ৩০ হাজার বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করছেন স্টুডেন্ট ভিসায়। যাদের সিংহভাগ শিক্ষা ব্যয় মেটায় বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত অর্থে। এদের অধিকাংশের অভিভাবকই বাংলাদেশের রাজনীতিক, সামরিক, বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সহ উচ্চবিত্ত পরিবারের।

সাম্প্রতিককালে এর বাইরে অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন ও পাচারকারীরা ঢুকেছে নানাভাবে যুক্তরাষ্ট্রে। এদের কারো পরিবার বসত করছে স্থায়ীভাবে। বাকিরা নানা উছিলায় প্রতিবছর বার কয়েক বিলাস ভ্রমণে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রে। একসময় ছিলো আমেরিকান ডলারে বাংলাদেশে থাকা সবচেয়ে আরামদায়ক। এখন দেখা যাচ্ছে উল্টোটা বাংলাদেশী টাকায় আমেরিকায় বসবাসের মহোৎসব। এসব লুটেরাদের সাথে খেটে খাওয়া প্রবাসী বাংলাদেশীরা পাল্লা দিতে পারছেন না। আবার আরেক শ্রেনীর প্রবাসী আছেন যাদের দিন অতিবাহিত হতো অতিকষ্টে, তারা দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আনুকূল্যে ব্যাংক, শিল্প কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসায় বাণিজ্যের নামে দেশের অর্থ নিয়ে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

যাপন করছেন বিলাসী জীবন। তারাও নানাভাবে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টিকারীদের তালিকায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। নতুন ভিসানীতিতে তারাও ফেঁসে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। আর যাদের এক পা বাংলাদেশে এবং অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে, মানসিক অস্থিরতায় ব্যাকুল তারা। অতীতে জাতীয় সংসদের তিনটি নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন সাবেক কর্মকর্তারাও নতুন ভিসানীতির আওয়তায় পড়বে। আগামী নির্বাচনে জোড়- জুলুম জালিয়াতি করে দেশের মানুষকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করার নীল নকশা যারা প্রণয় করেছিলেন তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটেছে। এখন তারা চেষ্টা করছেন যেকোন মূল্যে কি করে ভিসানীতির আওতামুক্ত থেকে পাচারকৃত অর্থ সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে রাখা যায়।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ আমলা ও সরকারদলীয় নেতাদের মাঝে এমন আচরণ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসানীতি ঘোষণার পর নতুন মোড় নিয়েছে দেশের রাজনীতি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলছে লাভ-ক্ষতির সমীকরণ। মার্কিন ভিসা নীতির প্রভাবে পাল্টে যাচ্ছে এতদিনের হিসাব-নিকাশ। রাজনৈতিক শিবিরগুলোতে এ নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে জনপ্রশাসনে।

অনেকে নিজে থেকে নিরপেক্ষ থাকার ভান করছেন। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, তারা কোনো পক্ষে নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। এদিকে রাতারাতি রং পরিবর্তন করে সুযোগসন্ধানীদের মধ্যে গত ১৫ বছর যারা নানাভাবে সুবিধা নিয়েছেন, সরকারের ইমেজ নষ্ট করে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন, তারা এখন ভোল পালটানোর চেষ্টা করছেন। এসব মহলে এখন মূল আলোচ্য বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিষয়টি এখন পরিণত হয়েছে 'টপ দ্যা কান্ট্রি'।

মার্কিন কংগ্রেসে

অর্থনীতিকে সচল রাখতে এই ঋণের সীমা বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। বিলটিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্বাক্ষর করার পর আইনে পরিণত হবে। অর্থনীতির সংকটে পড়ার আশঙ্কা দূর হবে।

বিষয়টি নিয়ে ডেমোক্র্যাট নেতা চাক স্কামার সিনেটে বলেন, 'বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ায় এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে।'

২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঋণসীমা স্থগিত থাকবে। আগামী দুই বছরের বাজেটে ব্যয় কমানো, কোভিড তহবিলে থাকা অব্যবহৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যবহার, জ্বালানিখাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং দরিদ্রদের জন্য খাদ্য সহায়তার বিষয়ে বলা হয়েছে বিলটিতে। ফেডারেল সরকারের ঋণসীমা বাড়াতে শনিবার (২৭ মে) সন্ধ্যায় অস্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে বিল তৈরি করেন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের দুই নেতা জো বাইডেন ও কেভিন ম্যাকার্থি।

মঙ্গলবার কংগ্রেসের বাজেট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিলটির মাধ্যমে আগামী ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় কমবে প্রায় দেড় ট্রিলিয়ন ডলার। বিলটি আইনে পরিণত হলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের সুদ প্রায় ১৮ হাজার ৮০০ কোটি ডলার কমবে। সূত্র: বিবিসি

হোমলেসদের সুরক্ষা

নগরীর বেশির ভাগ পার্ক রাত ১টায় বন্ধ হয়ে যায়। আর লোকজন সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি-মালিকানায় থাকা সম্পত্তিতে ঘুমাতে পারে না। নতুন আইনে লোকজনকে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ জানানোর অধিকার দিয়েছে। আর তা করতে গিয়ে বিরূপ পরিস্থিতির শিকার তাদের হতে হবে না। হোমলেস বিল অব রাইটস-এর প্রধান স্পন্সর নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচিত পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমান উইলিয়ামস বলেন, আইনটির দরকার এই জন্য যে শেল্টার সিস্টেমে থাকা লোকজনকে বুঝতে দেওয়া যে তারা সুষ্ঠু ও সম্মানজনক আচরণ পাওয়ার অধিকারী। নতুন আইনে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে নিউইয়র্কারদের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার আছে। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে আদালতের এক রায়ে বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিই আশ্রয় চাইবে, তাকেই সাময়িক আশ্রয় দিতে হবে। অবশ্য আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের বোঝাই হয়ে যাওয়ায় আশ্রয় পাওয়া কঠিন ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। নগরীর ডিপার্টমেন্ট অব হোমলেস সার্ভিসেস বর্তমানে প্রায় ৮১ হাজার লোককে আশ্রয় দিচ্ছে। এদের মধ্যে পারিবারিক সহিংসতায় পালিয়ে আসা লোকদের সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থায় আশ্রয়প্রাপ্ত লোকজনকে ধরা হয়নি। আশ্রয়প্রার্থীদের সুবিধা দিতে নগরী বেশ কয়েকটি হোটেল ভাড়া করেছে।

এখন ন্যাটোতে

দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণকে রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমা শত্রুতাপূর্ণ আচরণের প্রমাণ হিসেবে দেখে আসছে ক্রেমলিন। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে আক্রমণের একটি কারণ হিসেবে এটিকে উল্লেখ করে আসছে মস্কো। এই আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বৃহত্তম সংঘাতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি ইউক্রেনকে সদস্য করতে জোটের সব সদস্যের সম্মতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন জোটটির মহাপরিচালক জেন্স স্টোলটেনবার্গ। নরওয়ের রাজধানী অসলোয় জোটটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেখানেই স্টোলটেনবার্গ বলেন, 'ন্যাটোর সম্প্রসারণে ভেটো দেওয়ার অধিকার নেই মস্কোর।' গত মাসে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটটিতে যোগ দেয় ফিনল্যান্ড। তবে তুরস্কের বিরোধিতার কারণে সদস্য হতে পারেনি সুইডেন। জোটটিতে যোগ দিতে সদস্য সব দেশের সম্মতির প্রয়োজন হয়। সূত্র: আল জাজিরা

কাবার পথের

পাটনকারী মুসলিম মিল্লাতের অবিসংবাদিত সংগ্রামী নেতা ও পিতা হজরত ইবরাহিম আ:-এর কথা। যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর সন্ধানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রকে ব্যর্থ প্রভু ভেবে ভেবে অবশেষে সত্যের আলোর সন্ধান পেলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক বলে মনে করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' তিনি আরো বললেন, 'আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদত-বন্দেগির জন্য নির্দ্দিষ্ট করলাম, যিনি সব আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।'

এ পূর্ণাঙ্গ মানুষটি যৌবনের শুরুতেই যখন আল্লাহকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বললেন- 'ইসলাম গ্রহণ করো- স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করো, আমার দাসত্ব স্বীকার করো। তিনি উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় বললেন- আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারা জাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম, নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করলাম। তিনি রাব্বুল আলামিনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং এর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ও আকিদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। অথচ পৈতৃক মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

যে গদিটিতে বসলে তিনি অনায়াসেই জাতির নেতা বনে যেতেন। চার দিক থেকে নজর-নিয়াজ এসে জড়ো হতো এবং জনগণ ভক্তি -শ্রদ্ধাভরে মাথা নত ও হাত জোড় করে বসত। সাধারণ মানুষ থেকে বাদশাহ পর্যন্ত সবাইকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এ বিরাট স্বার্থের ওপর পদাঘাত করে সত্যের জন্য দুনিয়াজোড়া বিপদের গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হলেন। জন্মভূমি থেকে বের হয়ে আরব দেশসমূহে ঘুরতে লাগলেন। এ ভ্রমণে তার ওপর অসংখ্য বিপদ এসেছে। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তা করতেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কিভাবে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যায়। দেশ ত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাঁকে সন্তান দান করলেন। তিনি তার জন্যও একই ধর্ম ও কর্তব্য ঠিক করলেন। সব কঠিন পরীক্ষায় পাস করার পর চূড়ান্ত ও শেষ কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হজরত ইবরাহিম আ: সব কিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামিনকেই বেশি ভালোবাসেন কি না, তার ফয়সালা হতে পারত না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তার সন্তান লাভ হয়েছিল সে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানি করতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা নেয়া হলো। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবিকে সত্য বলে প্রমাণ করেছ। এক্ষণে তোমাকে সারা পৃথিবীর ইমাম বা নেতা বানানো যায়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে- 'এবং যখন ইবরাহিমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলেন তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের সম্পর্কে কী হুকুম? আল্লাহ তায়ালা বললেন, জালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়' (সূরা বাকারা-১২৪)।

এভাবে হজরত ইবরাহিম আ:-কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হলো এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম বা মুসলমানদের চিরস্থায়ী আদর্শিক নেতা নিযুক্ত করা হলো। জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইসমাইল আ:-কে সাথে নিয়ে তিনি মক্কা নগরীকে কেন্দ্র করে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষাকে বিস্তার সাধন করলেন। আর পিতা-পুত্র মিলে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায়ে কাবা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দেন। খানায়ে কাবা সাধারণ মসজিদের মতো নিছক ইবাদতের স্থান নয়, প্রথম দিন থেকেই এটি দ্বীন ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কাবা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সব মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করবে, আবার এখান থেকে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হজ।

এ ঘরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে হজরত ইবরাহিম আ:-এর দোয়া শুনুন : আল-কুরআনে আল্লাহ বলছেন- 'এবং স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম দোয়া করেছিলেন- হে আল্লাহ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তিপূজার শিরক থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! এ মূর্তিগুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব, যে আমার পন্থা অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পন্থার বিপরীতে চলবে- তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এ মহান ঘরের কাছে, এ ধূসর মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি- এ উদ্দেশ্যে যে, তারা সালাত কায়েম করবে। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি লোকদের মনে এত দূর উৎসাহ দাও যেন তারা এর দিকে দলে দলে চলে আসে এবং ফল-মূল দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো। হয়তো এরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে' (সূরা ইবরাহিম : ৩৫-৩৭)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 'এবং স্মরণ করো, যখন ইবরাহিমের জন্য এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম, এ কথা বলে যে, এখানে কোনো প্রকার শিরক করো না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও নামাজিদের জন্য পাক-সাফ করে রাখো। আর লোকদেরকে হজ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও- তারা যেন তোমার কাছে আসে, হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কোরবানি করবে, তা হতে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে খেতে দেবে' (সূরা হজ : ২৬-২৮) (আগামীকাল সমাপ্য)।

নিহতের সংখ্যা

কলকাতাভিত্তিক আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়, স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুপুর সোয়া ৩টা নাগাদ হাওড়ার অদূরে শালিমার স্টেশন থেকে ছেড়েছিল আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। প্রায় চার ঘণ্টা পরে ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানগা বাজারের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ২৩ কামরার ট্রেনটি।

তবে দুর্ঘটনা কী করে ঘটেছে, তার একাধিক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় একটি সূত্রের দাবি, প্রথমে করমণ্ডল এক্সপ্রেসই তীব্র গতিতে গিয়ে ধাক্কা মারে একই লাইনে আগে আগে চলতে-থাকা একটি মালগাড়ির পিছনে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনটি মালগাড়ির উপরে উঠে যায়। ২৩টি কামরার মধ্যে ১৫টি কামরা লাইন থেকে ছিটকে পড়ে পাশের ডাউন লাইনে ও নয়ানজুলিতে। ওই লাইন দিয়ে তখন আসছিল ডাউন বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত কামরাগুলো গিয়ে পড়ে ডাউন লাইনের উপর। বেঙ্গালুরু-হাওড়া ডাউন ট্রেনটি সেই বেলাইন কামরাগুলির উপর এসে পড়ে। হাওড়াগামী সেই ট্রেনটিরও দু'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। তবে ভোর পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া লাশগুলোর প্রত্যেকেই করমণ্ডলের যাত্রী বলে জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের এস ৪ কামরায় ছিলেন ক্যানিংয়ের বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডল এবং তার ভাইপো কৃষ্ণপদ মণ্ডল। পেশায় রাজমিস্ত্রি প্রশান্ত যাচ্ছিলেন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বতুরে। কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচেছেন প্রশান্ত। শুধু পায়ে সামান্য চোট লেগেছে তার। ঘটনাস্থল থেকে খোনে তিনি আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, 'উল্টে-পড়া কামরা থেকে বেরিয়ে প্রথমে একটা রেলগেট দেখতে পাই। সেখানে একজন পুলিশ ছিল। সে বলল, সিগন্যাল না পেয়ে মালগাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। করমণ্ডল সজোরে গিয়ে মালগাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে।' করমণ্ডলের ইঞ্জিনটি যে ভাবে মালগাড়ির উপর উঠে পড়েছে, তা পিছন থেকে সরাসরি ধাক্কা মারলেই সম্ভব। প্রত্যক্ষদর্শী ওই পুলিশকর্মীর বয়ানও তেমনই বলছে।

আবার রেলের একটি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, মালগাড়ির সাথে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কোনো সংঘর্ষ হয়নি। কোনো কারণে প্রথমে আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। সেটি গিয়ে পড়ে পাশের ডাইন লাইনে। সেই লাইন ধরে তখন আসছিল ডাউন বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। সেটি এসে ধাক্কা মারে করমণ্ডলের লাইনচ্যুত কামরাগুলিকে। সেই ধাক্কার অভিঘাতে করমণ্ডলের ইঞ্জিন তৃতীয় লাইনে দাঁড়িয়ে-থাকা মালগাড়ির উপরে উঠে যায়।

রেল সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় মালগাড়িটি খড়্গপুর থেকে ছাড়ে। তার ১৩ মিনিট পরে খড়্গপুর স্টেশন ছাড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। মালগাড়ি এবং করমণ্ডল এক্সপ্রেস একই লাইনে চলছিল ১৩ মিনিটের ব্যবধানে। বালেশ্বর স্টেশন ছাড়িয়ে প্রায় ২০ কিলোমিটার যাওয়ার পরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রাথমিক অনুমান, করমণ্ডল এক্সপ্রেসের চালক যে ওই ১৩ মিনিটের গতির ব্যবধান কমিয়ে ফেলেছেন, তা তিনি বুঝতে পারেননি। তার কারণ সিগন্যালের ত্রুটি হতে পারে। হতে পারে সিগন্যাল দেওয়া হলেও চালক তা খেয়াল করেননি। অথবা একই লাইনে যে মালগাড়িটি রয়েছে, তা তিনি খেয়াল করেননি।

তবে দুর্ঘটনার কোনো কারণই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলে এর সঠিক কারণ জানা যাবে। আপাতত অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে হতাহতদের উদ্ধারে এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে লাইনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উপর। কারণ, ওই দুর্ঘটনার ফলে হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতগামী সমস্ত ট্রেন শুক্রবার বাতিল করতে হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে শনিবারের কিছু ট্রেনও। খড়্গপুর থেকেও ওড়িশাগামী কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে।

ফের হোঁচট খেয়ে

তিনি টুইটারে লেখেন, যখন তিনি ক্যাডেটদের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন, তখন মঞ্চে একটি বালুর ব্যাগ ছিল। সেটিতেই হোঁচট খেয়েছেন। যা দেখা গেছে ভিডিও ফুটেজে : প্রেসিডেন্ট বাইডেন করমর্দন শেষে হেঁটে তার আসনের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। ওই সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। এরপর একাই উঠে হেঁটে যাওয়ার সময় তাকে বালুর ব্যাগের দিকে ইশারা করতে দেখা যায়। এর আগে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বাইডেন। এ ছাড়া বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তিনি।

ঘাটতি বাজেট ডলারসংকট আরও বাড়িয়ে দেবে

ড. জাহিদ হোসেন
সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিস

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজেট তৈরি করা হয়নি। দেড় বছর ধরে দেশে ডলারসংকট। ডলারসংকটের কারণে মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব হচ্ছে না। এত বড় একটি ঘাটতি বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে, যা ডলারসংকট আরও বাড়িয়ে দেবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যালান্স শিট এক্সপ্যান্ড করেছে। ফলে এ অর্থবছরে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাপা হয়েছে। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া বাড়িয়েছে। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া বাড়িয়ে দিলেও ডলারসংকটের চাপ একই রকম থাকবে। ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নিলে আবার ঝুঁকি তৈরি হয়। কারণ বর্তমানে ব্যাংক খাতে আমানত কম। অন্যদিকে খেলাপি ঋণ কমছে না। ব্যাংক থেকে অনেকে টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রতিনিয়ত ডলার কিনছে। এর বদলে নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে গেছে। তাই ব্যাংকে এমনিতেই এক রকমের তারল্যসংকট রয়েছে। ব্যাংক খাতের সক্ষমতা আগের চেয়ে কমেছে। তার মধ্যে সরকার বাজেটে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে। সরকারকে ঋণ দিতে চাইবে ব্যাংক। এটি ব্যাংকের জন্য লাভজনক। কারণ সরকারকে ৭-৮ শতাংশ সুদে ঋণ দিলেও এটি ব্যাংকের জন্য লাভজনক। এতে এই টাকা আবার একটি নির্দিষ্ট সময় চলে আসবে। ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি কম। ব্যক্তি খাতে ঋণ দিলে অনেক সময় খেলাপি হয়। তবে ব্যাংক সরকারকে ঋণ দিতে আগ্রহী হলেও বেসরকারি খাতে প্রভাব পড়বে। রাজস্ব আয় পরোক্ষ করের ওপর জোর দেয়া হয়েছে বেশি। এমন যদি হয় বাইরের দেশে ডলারের দাম কমে যায় এবং জিনিসপত্রের দাম কমে যায়, তাহলে দেশের মূল্যস্ফীতি বাড়বে না। তবে এ বছর দেশে প্রবৃদ্ধি হয়েছে কম, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে বেশি। এই মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার কারণ ডলারসংকট। এযাবৎকালে এ রকম ডলারসংকট দেখা যায়নি বাংলাদেশে। ১৯৮৭-৮৯ সালে এ রকম ডলারসংকট দেখা দিয়েছিল। ফলে সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এটি সময় উপযোগী বাজেট হয়নি।

বাজেট ২০২৩-২৪: একটি তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা

এম এ খালেক

কাদশ জাতীয় সংসদের সর্বশেষ বাজেট অধিবেশনে গত ১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে সরকারের বর্তমান মেয়াদের শেষ বাজেট। এই বাজেট বাস্তবায়নকালেই অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কাজেই এবারের বাজেট নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি হচ্ছে বর্তমান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল উপস্থাপিত পঞ্চম জাতীয় বাজেট এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৩তম বাজেট। এর মধ্যে ৫২টি পূর্ণাঙ্গ বাজেট এবং একটি ছিল খণ্ডিত বা আংশিক সময়ের জন্য বাজেট। এর মধ্যে আজকে যে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে সেটিসহ আওয়ামী লীগ সরকার আমলে বিভিন্ন সময় সর্বাধিক ২৫টি বাজেট উপস্থাপন করছে। বিএনপি আমলে বিভিন্ন সময় মোট ১৭টি বাজেট উপস্থাপন করা হয়। আর সেনাশাসক এরশাদ আমলে মোট ৯টি বাজেট প্রণীত হয়। বাংলাদেশে সর্বাধিক ১২টি করে বাজেট প্রণয়ন করেন বিএনপি-দলীয় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ও আওয়ামী লীগ-দলীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের জন্য প্রথম বাজেট প্রণয়ন করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। সেই বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জন্য যে বাজেট বর্তমানে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে, তার আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের জন্য যে বাজেট আজ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার সার্বিক আকার ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রস্তাবিত বাজেট চরিত্রগত দিক থেকে সম্প্রসারণমূলক বাজেট। বাজেটে রাজস্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশের মতো। মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে রাজস্ব আসবে ৪ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা। ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডের (আইএমএফ) শর্ত পূরণ করার জন্য আগামী বাজেট বাস্তবায়নকালে বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে হবে ৪৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের যে অবস্থা তাতে বাড়তি ৪৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা বেশ কঠিন হবে বলেই মনে হচ্ছে। উল্লেখ্য, অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৪ হাজার কোটি টাকা কম হয়েছে। কাজেই আগামী অর্থবছরের জন্য এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা সংশয় প্রকাশ করছেন। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত সূত্র থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করবে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। আর বৈদেশিক ঋণ পাওয়া যাবে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের (২০২৩-২৪) জন্য যে বাজেট প্রস্তাবনা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা এমন একসময় প্রণয়ন করা হয়েছে যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা বিরাজ করছে। এখনো বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার শুরু হয়নি। তবে যেকোনো সময় মন্দা দেখা দিতে পারে। নানা ধরনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি এখনো তিন বছর ধরে চলা করোনা অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর মধ্যে ২০২২ সালের সূচনালগ্নে শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যে এতটা দীর্ঘমেয়াদি হবে, তা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেননি। বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব হয়েছে অতি ভয়ংকর। ফলে এক দেশের অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি হলে তার প্রভাব অন্য দেশের ওপরও পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও পড়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রচণ্ডভাবে পড়েছে। অর্থনীতির বেশির ভাগ সূচকই নিম্নমুখী রয়েছে। অর্থবছরের সমাপ্ত হওয়া ১০ মাসের অর্থনীতির যে চিত্র তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। একমাত্র রেমিট্যান্স ও পণ্য রপ্তানি খাতের আয় কিছুটা ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় সব খাতের অবস্থাই এখন অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে রয়েছে। কথায় বলে, উচ্চ রিজার্ভ এবং ব্যক্তি খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ একটি দেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত অবস্থা। এমনকি তুলনামূলক কম স্ফীত রিজার্ভ এবং ব্যক্তি খাতে উচ্চমাত্রায় বিনিয়োগও কাম্য হতে পারে। কিন্তু বিনিয়োগবিহীন রিজার্ভ কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যক্তিবিনিয়োগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ উভয়ই নিম্নমুখী রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল ২৪ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। পরবর্তী তিন অর্থবছরে এটি ছিল যথাক্রমে ২৩ দশমিক ৭০ শতাংশ, ২৪ দশমিক ৫২ শতাংশ ও ২৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ানো না গেলে কোনো উন্নয়নই টেকসই হতে পারে না। এদিকে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পেতে পেতে গত মে মাসে ৩ হাজার ১৭ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। অথচ জুলাই, ২০২২-এ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৯৫৯ কোটি ডলার। অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের যে পরিসংখ্যান প্রদান করে আইএমএফ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা তার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের যে পরিমাণ প্রদর্শন করে তার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ডে দেয়া ৭ বিলিয়ন ডলারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু যে অর্থ আমার হাতে নেই তাকে কোনোভাবেই রিজার্ভ অর্থ হিসেবে প্রদর্শনের সুযোগ নেই। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কমার কারণে সরকারকে তার উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যাংকিংব্যবস্থা থেকে বর্ধিত হারে ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। সরকার যদি ব্যাংকিংব্যবস্থা থেকে বর্ধিত হারে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক-ঋণপ্রবাহ নিশ্চিতভাবেই কমে যাবে। বিনিয়োগ কার্যক্রম ব্যাহত হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার ব্যাংকিংব্যবস্থা থেকে ৭৯ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩) সরকারের ব্যাংকঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে সরকার ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত খাত থেকে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকাসহ অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করবে। এ ছাড়া বিদেশ থেকে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করবে। চলমান মুদ্রানীতিতে ব্যক্তি খাতে ব্যাংকঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। গত আগস্টে ব্যক্তি খাতে ব্যাংকঋণের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। অথচ শিল্প ব্যবহার্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি কমেছে ৫৬ শতাংশ। আর মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি কমেছে ৩১ শতাংশ। কাঁচামাল আমদানি কমেছে ১৪ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ শিল্প খাতে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে। কিন্তু ব্যক্তি খাতে ব্যাংকঋণের প্রবৃদ্ধি সেই হারে কমছে না। তার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি খাতে ব্যাংকঋণ নিয়ে একটি মহল অন্যত্র প্রবাহিত করছে। এমনকি বিদেশে পাচার করছে বলে অনেকেই মনে করেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্বাভাবিক উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি। আগস্টে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। এপ্রিলে এসে তা কিছুটা কমে ৯ দশমিক ২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো, এমনকি ভারতও তাদের উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুব একটা সাফল্য প্রদর্শন করতে পারছে না। এই অবস্থায় আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বাড়িয়ে দিয়ে বাজারে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত এক বছরে অন্তত তিনবার পলিসি রেট বাড়িয়েছে। আগে পলিসি রেট ছিল ৫ শতাংশ, এখন তা ৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু পলিসি রেট বাড়ানোর এই উদ্যোগ বাজারে অর্থ সরবরাহ কমানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি রেট বাড়ালেও ব্যাংকঋণের সুদের আপার ক্যাপ (৯ শতাংশ) প্রত্যাহার করেনি। ফলে ব্যাংকঋণ গ্রহণ করা এখন আরও সহজ এবং সস্তা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এই হার খুব একটা উচ্চাভিলাষী বলে মনে হয় না। কারণ বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে বেশ উচ্চমাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুসারে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন কমিয়ে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে সাড়ে ৬ শতাংশের কাছাকাছি। তবে এই মুহূর্তে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পমূল্যে খাবার জোগানসহ নিরাপত্তাবেষ্টনীর পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

নিকট-অতীতে কখনোই সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তেমন একটা সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি। তাই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অথচ নেপালের মতো দেশের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও হচ্ছে ২৩ শতাংশ। কাজেই আমাদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে। আগামী অর্থবছরে ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ৭ শতাংশ ট্যাক্স দিয়ে দেশে ফেরত আনার সুযোগ দেয়া হলেও এই সুযোগ কেউ গ্রহণ করেননি। তাই আগামী অর্থবছরে এই সুযোগ আর থাকছে না। এটি খুব ভালো একটি উদ্যোগ। কারণ পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার সুযোগ দিলেও খুব বেশিসংখ্যক মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করেনি। এ ছাড়া টাকা পাচারকারীদের শাস্তিদানের পরিবর্তে সামান্য ট্যাক্স প্রদানের বিনিময়ে অবৈধ অর্থ দেশে ফেরত আনতে দেয়াটা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবিত বাজেটের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, করমুক্ত আয় পুরুষদের ক্ষেত্রে সাড়ে ৩ লাখ টাকা এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৪ লাখ টাকা করার কথা বলা হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকেই সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা হবে। যারা টিআইএনধারী, তারা রিটার্ন দাখিল করলেই ২ হাজার টাকা কর দিতে হবে।

অর্থবিত্তের আড়ালে সাংস্কৃতিক বিভাজন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সভ্যতা এখন ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্রোহ আছে, বিষণ্ণতা আছে। সেখানে ভাষা ছিল বাঙালি সংস্কৃতির ঐক্যের ভিত্তি। ওই ভাষা বিকশিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় অতুলনীয় সাহিত্য ও সংগীত রচিত হয়েছে, কিন্তু ভাষা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। শ্রেণির কারণে। বাঙালি তার ভাষার দ্বারাও বিভক্ত বটে। সেখানে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, ছিল আঞ্চলিকতা; সব বাঙালিকে আজও শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয়নি, শিক্ষিত বাঙালি সবাই বই পড়ে না, উচ্চশিক্ষিতরা চর্চা করে ইংরেজি ভাষার। এ থেকে উত্তরণের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।

অর্থনীতির বিশেষ বিন্যাসের ওপর শ্রেণির অবস্থান। কিন্তু এ সত্যটাকে সে চায় এড়িয়ে চলতে। অর্থ যত বাড়ে, ততই বাড়ে ঘরের আসবাব আর বাড়ে কতকগুলো অমূর্ত ধারণার তার উৎসাহ। তখন সে কথা তোলে চরিত্রের, সত্যের, নীতির, ন্যায়-অন্যায়ের। এরাও আসবাবই এক প্রকারের- মানসিক আসবাব। কিন্তু বড় বড় ধারণার নিচে নিয়ামক শক্তি যে স্থূল অর্থনীতি, সেই স্পষ্ট সত্যটাকে যতক্ষণ পারা যায়, যেভাবে পারা যায়, যতবার পারা যায় অস্বীকার ও উপেক্ষা করার কাজটা সমানে চলতে থাকে। যেন রৌপ্য মুদ্রার দাপটটা মেনে নিলেই শুভকর্মের সমস্ত শুচিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে, যেন অর্থোপার্জনের ব্যতিব্যস্ত কাজটা অতিশয় নোংরা ও নীতিবিগর্হিত।

অমূর্ত ধারণাগুলোকে নিয়ে অনেক রকম শব্দ করা হয়, কিন্তু সব শব্দ ছাপিয়ে ওঠে একটা কথা- শিক্ষা। শিক্ষা চাই, শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষার আলো লাগলে অন্ধকারের আর রক্ষে নেই, একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এর কারণ আছে। শিক্ষাই সেই সদর সিঁড়ি যা বেয়ে আমরা মধ্যবিত্তরা উঠে এসেছি। বিদ্যা দিয়েই বিত্ত অর্জন করেছি, যদি করে থাকি এবং যেটুকু করেছি। আর দেশ যেহেতু একই সঙ্গে অজ্ঞ ও দরিদ্র তাই বিদ্যা নিজেই একধরনের বিত্ত। কিন্তু যখন শিক্ষা প্রসারের হট্টগোল ওঠে তখন এ কথাটা খেয়াল করা হয় না যে, প্রসারের জন্য পথঘাট তৈরি আছে কি না শিক্ষা আমরা ক্রয় করি। কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা তো সবার নেই, যার আছে শিক্ষা শুধু সে-ই পাবে, এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত যোগ্যতার কথাটা প্রায় অবান্তর। অর্থাৎ শিক্ষাবিস্তারের বড় বড় সড়ক আটকে রেখে শিক্ষাকে তাড়া দেয়া হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ার। আর পরিসংখ্যানের হিসাব দেখিয়ে বড়াই চলছে যে, শিক্ষা দেশের আনাচে-কানাচে বিস্তর আলো বিতরণ করছে। বড় প্রশ্ন আরও একটা আছে। যে শিক্ষাটা তাড়া দেয়া হচ্ছে তার প্রকৃতিটা কী? ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা কেরানি তৈরির যন্ত্রের চেয়ে বড় কিছু ছিল না, একটা প্রচলিত সমালোচনা। সেই ব্যবস্থার সংশোধন হয়তো কিছুটা হয়েছে, কিন্তু তার খোলনলচে বদল অনেক দূরের কথা। আর যদি শুধু কেরানি তৈরি নাও হয়, রদবদলের মাধ্যমে ব্যবস্থাটা যদি উৎপাদনশীল হয়েও ওঠে, তাহলে কি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে দুধ ও মধুর বন্যা বয়ে যাবে? ধরে নিলাম অনেক বিজ্ঞানী, কারিগর, অর্থনীতিবিদ কি পণ্ডিত তৈরি হলো, দেশের উৎপাদনও বাড়ল কিছু, কিন্তু তাতে দেশের অগুনতি মানুষের বিশেষ কি আসবে যাবে? যা উৎপন্ন হবে তার প্রায় সবটাই তো বিত্তবান ও মধ্যবিত্তরা দখল করে নেবে। যেমন নিয়েছে অতীতে, নিচ্ছে এখনো। বস্তুত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ধনবণ্টনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে কুশলী ও দক্ষ মানুষ তৈরি অর্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটাকেই আরও খানিকটা শক্ত ও স্ফীত করা। বিদ্বানের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে উৎকেন্দ্রিকতা, পরিবেশ সম্পর্কে হীনম্মন্যতা, ক্ষোভ ও ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণা। পরিপুষ্টি যা ঘটছে তা এ বোধেরই। তাই শিক্ষা যদি বিবেকের উদ্বোধন না ঘটায় তাহলে তার সদম্ভ বিস্তারে বরং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ আছে। সংখ্যায় বাড়ছে অথচ ক্রয়ক্ষমতায় বাড়ছে না এমন অবস্থা অর্থনীতিতে বিপজ্জনক; শিক্ষাব্যবস্থায় ততোধিক। শিক্ষাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতির চেয়েও ক্ষতিকর।

শিক্ষা বিস্তারের উল্টো পিঠে আরেকটা সমস্যার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। শিক্ষিত হলে মানুষ অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে চায়, তার প্রবণতা হয় নিজের চারপাশে একটা দূরত্ব ঘনিয়ে নেয়ার। সেই খানে প্রয়োজন সাহিত্যের। সাহিত্য পারে মানুষকে তার সংকীর্ণ স্বার্থের ক্ষুদ্র বিবর থেকে বের করে এনে বাইরের বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে। কাজেই শুধু শিক্ষার সংখ্যাগত বিস্তার ঘটছে, সৎ ও বিবেকবান সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না—এটাও সুখবর নয়, কেননা এর তাৎপর্য হলো, বুদ্ধি এগিয়ে গেছে, বিবেক আছে পেছনে পড়ে। কিন্তু সাহিত্যের যে প্রকারভেদ আছে সেটাও মেনে নেয়া আবশ্যক। সাহিত্যের মাধ্যমে যদি মধ্যবিত্তের মানসবিলাস, উগ্র নগরচেতনা, নকল আধুনিকতা, বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিককে অধিক গুরুত্ব দেয়ার অভিরুচি—ইত্যাকার বিষয়কে দেশময় ছড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে সেই সংক্রামক ব্যাধিতে কোনো মঙ্গল সূচিত হবে এমন বিবেচনা করা কঠিন। আসলে মধ্যবিত্ত সাহিত্যের বিস্তার মানে মধ্যবিত্ত চেতনারই বিস্তার, নব্যশিক্ষিতের অবরোধ দশাটা যাতে আরও পাকাপোক্ত হয় তারই ব্যবস্থা গ্রহণ। পাকিস্তান আমলে দেখা গেছে, সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তর বিতণ্ডা হয়েছে এবং ঐতিহ্য দেশে খুঁজে না পাওয়া গেলে বিদেশেও তার খোঁজাখুঁজি চলছে। এ কাজটার পেছনে শুধু যে শাসকের প্ররোচনা ছিল তা নয়, সেই সঙ্গে সক্রিয় ছিল মধ্যবিত্তের অভিমান ও অহমিকা। তার অতীত থাক বা না থাক, অতীত নিয়ে গর্ব থাকা চাই। কিন্তু আপত্তি এখানে যে, আমরা আমাদের মধ্যবিত্ত অভিমান ও অহমিকার বোঝা দেশের মানুষের দুর্বল ও নিরপরাধ কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছি। সাহিত্যকেও তাই মধ্যবিত্ত গণ্ডির বাইরে আনা অত্যন্ত আবশ্যক।

শিক্ষা ও সাহিত্য পরিবর্তনের পন্থা বটে, কিন্তু তাদের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত ফলপ্রসূ পন্থা আছে। সেটা রাজনীতি। মধ্যবিত্তের ছুঁতমার্গ ও শুচিবাইগ্রস্ততা রাজনীতির প্রশ্নে যতটা স্পষ্ট, তেমন বোধহয় আর কোথাও নয়। তার দৃষ্টিতে রাজনীতি হলো একটা পেশা। পেশাদার যারা এতে শুধু তাদের এখতিয়ার—যেমনটা সত্য আর পাঁচটা পেশার ব্যাপারে। কিন্তু এ পেশাটা আর পাঁচটা পেশার মতো মহৎ নয়, এমনকি সত্ত্ব নয়; বরং এটা খারাপ পেশাই, খারাপ লোকদেরই পেশা, বখাটেদের শেষ আশ্রয়। কূটকৌশল ও চক্রান্ত এ পেশার ভিত্তি, অসত্য ভাষণ ও নীতিহীন আচরণ এর অবলম্বন। ভালো মানুষ ও ভালোমানুষির পক্ষে এ পেশা—একে ব্যবসায়ও বলা যায়—খুবই অনুপযোগী। অর্থাৎ অনেক নীতিচিন্তার কুজ্ঝটিকার মধ্যে এ সত্যটিকেই অবজ্ঞা করা হয় যে, রাজনীতিকে জীবন থেকে আলাদা করা যায় না, রাজনীতি শুধু খবরের কাগজ, জনসভা বা সংসদ কক্ষের ব্যাপার নয়। এ আমাদের গৃহজীবনেরও অনিবার্য অঙ্গ। দেশের রাজনীতির আওতার বাইরে আমরা কেউই নই। সমাজ-সম্পর্কের এ জটিলতার দিনে সমাজের প্রভাবকে এড়িয়ে সাধু বা সুফিদের মতো ব্যক্তিগতভাবে সৎ জীবনযাপন করার কথা ভাবা অবাস্তব ও অবান্তর কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়া। কেননা, সমাজ প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে আক্রমণ করছে, ব্যক্তিগত জীবন কী চেহারা নেবে তা ঠিক করে দিচ্ছে। কাজেই সমাজ যাতে সততার সহায়ক হয় সে চেষ্টা করা দরকার সৎ থাকার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই। সব দিক দিয়েই রাজনীতি হচ্ছে এ কালের মানুষের বিধিলিপি একে অবজ্ঞা করা, তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব আলো-বাতাসকে অবজ্ঞা করা। অসুস্থ রাজনীতিকে সুস্থ করার উপায় রাজনীতি থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ করা।

ব্যক্তির জীবনে রাজনীতির এ গুরুত্ব প্রাচীনকালে অ্যাথেন্সবাসী এবং আধুনিককালে চীন দেশবাসী যথার্থ উপলব্ধি করেছেন। গ্রিক ভাষায় 'নির্বোধ' বলতে বোঝায় তেমন মানুষ, সামাজিক ব্যাপারে যে অংশগ্রহণ করে না (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হ্যামলেট একজন নির্বোধ, কিন্তু নির্বোধ বলে নিন্দিত ডন কুইক্সট একজন বুদ্ধিমান)। নির্বোধকে এভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের সৃজন ও বিকাশে তার বড় একটি ভূমিকা ছিল। প্রাচীন অ্যাথেন্সে রাজনীতিকে মনে করা হতো সামাজিক জীবনের প্রধানতম অংশ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকশক্তি। সব নাগরিকের অংশগ্রহণ, সবাইকে একত্র সংলগ্নকারী চেতনা এবং সবার নাগরিক অধিকার-সচেতন সাম্যদৃষ্টিকে বাদ দিয়ে অ্যাথেন্সের কালজয়ী ও বিশ্ববন্দিত সভ্যতাকে কল্পনা করা অসম্ভব।

নব্যচীনের প্রায় অবিশ্বাস্য শক্তির উৎসও ওই একই স্থানে। চীনে রাজনীতিই প্রথমে আসে—শিল্পের আগে, এমনকি উৎপাদন ব্যবস্থারও আগে। রাজনীতিই নিয়ন্ত্রিত করে সামাজিক ব্যবস্থার সব এলাকাকে। সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন সঠিক উৎপাদন নেই, সঠিক শিক্ষা নেই। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে নানাবিধ প্রচারের কুয়াশা ভেদ করেও যেটুকু তথ্য জানা গেছে তাতে বোঝা যায় বিপ্লবের কর্মীদের যে মানসিকতার সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্বে নিয়োজিত হতে হয়েছে তার সেই অতি প্রাচীন ব্যাধি যা না-কি বলে, অনবরত বলে, যে যিনি পদার্থবিজ্ঞানী তিনি হবেন শুধু ওই বিজ্ঞানেরই বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক যিনি তার একমাত্র দায়িত্ব ইতিহাসের জ্ঞান সঞ্চয় করা, তার বাইরে তিনি যাবেন না, গেলে ক্ষতি হবে জ্ঞানের, অপচয় ঘটবে সময়ের, বিচলিত হবে নিমজ্জিতচিত্ত অভিনিবেশ। তাকে হতে হবে পিপীলিকা, অথবা মাকড়সা, সংগ্রহ করবেন পরিশ্রমে, নয়তো প্রতিভা বলে গড়বেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঊর্ণনাভ। এই মনোবৃত্তির মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা আছে সামাজিক অজ্ঞতার ও বিচ্ছিন্নতার এবং ততোধিক আছে আত্মনিমগ্নতা ও স্বার্থপরতা। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গ্রিকরা যাকে নির্বুদ্ধিতা বলতেন, নব্যচীনেরা যাকে বলেন ব্যাধি, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের চিত্তভূমিতে তা একটি অত্যুজ্জ্বল ও অতিপ্রাথমিক সত্য। এ মধ্যবিত্তের জীবনে সামাজিকতা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকতা আছে বহুদিন, কিন্তু সমাজবদ্ধতা নেই আন্তরিক; ঐক্যবোধ ও সাম্য-দৃষ্টি—অনুপস্থিত উভয়েই। রাজনীতিতে অনুৎসাহ, এবং রাজনীতির বাইরে থাকাকে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণ মনে করার তাৎপর্য তাই নিতান্ত সামান্য নয়।

দেশের উন্নতি হচ্ছে এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে সেটা কার উন্নতি। আর দেখতে গেলেই দেখা যাবে, সে উন্নতি আসলে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের। শ্রেণিভেদটা যে গড়ে উঠেছে তা ভবিষ্যৎ সংঘর্ষেরই প্রস্তুতি। বৈষম্যে, অত্যাচারে, নিষ্পেষণে সেই প্রস্তুতিই তীব্র হচ্ছে, তার শক্তিই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের সংগ্রামে হ্যামলেটদের বড় ভূমিকা থাকবে না, তা তারা যতই বিচক্ষণ হন, ডন কুইক্সটদের থাকবে তা তাদের নিয়ে বিজ্ঞমন্য হ্যামলেটরা যতই হাস্যকৌতুক করুন।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি

কার এবং কাদের জন্য বাজেট

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

সবাই উদগ্রীব এখন জাতীয় বাজেটের জন্য। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আমজনতার জীবন ও জীবিকার বাজেট জাতীয় বাজেটের থেকে আলাদা কিছু কি না। মিডিয়ায় প্রশ্নটা বরাবরের মতো আরও স্পষ্ট হতে হচ্ছে যে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত 'আমরা বাংলাদেশের জনগণ' সেই আপামর জনগণ অর্থাৎ আমজনতার আশা-অকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার দাবি-দাওয়া বাজেটে প্রতিফলিত হয় কিংবা হবে কি না। এ প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক যে, জাতীয় বাজেটের মধ্যে করোনায় বিধ্বস্ত ও কিয়েভ-ক্রেমলিন যুদ্ধের দ্বারা আহত অর্থনীতি গণস্বাস্থ্য জন-শিক্ষা পুনরুদ্ধারের মতো জরুরি বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে কি না।

প্রশ্ন এ কারণেও উঠতে পারে যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রয়োজনীয় খাতে (এ মুহূর্তে যেমন জীবন ও জীবিকা) যথাযথ (দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি সহনীয়করণ, ব্যয় সাশ্রয়ী, অর্থায়ন আয় বৃদ্ধি ও কৃচ্ছ্র সাধন অর্থে ব্যয় সংকোচন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি-বেসরকারি খাত দল-মতনির্বিশেষে ঐকবদ্ধভাবে সংকট মোকাবিলায়) ব্যবহৃত হচ্ছে কি না। নতুন বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সবাই পরামর্শ দেন, সুপারিশ করেন, দাবি তোলেন, কিন্তু সেই বরাদ্দের বিপরীতে অর্থায়ন ও লক্ষ্যভেদী বাস্তবায়নের পরিস্থিতি, সেই ব্যয়ের তাৎক্ষণিক, স্বল্প-মধ্য দীর্ঘমেয়াদি ইমপ্যাক্ট ও অভিঘাত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অবকাশ বরাবরই হালে পানি পায় না। সাধারণ সময়ে সেই অবকাশ কমবেশি দেরিতে মিললেও করোনার অভিঘাত ও বৈশ্বিক প্রভাব মোকাবিলার মতো জরুরি সময়ে বরাদ্দ ব্যবহার এবং কর্মপরিকল্পনা প্রয়োগও জরুরি এ কারণে যে 'রোগী মারা যাওয়ার পর চিকিৎসকের উপস্থিতির' মতো পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয়। এটি এ জন্যেও বিবেচিত যে সবাই নতুন বাজেট আসার বা আনার সময় আলোচনা-পর্যালোচনা এমনকি মৃদুমন্দ সমালোচনা করেন। কিন্তু বাজেট পাস হওয়ার পর সারা বছর সেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে, তাৎক্ষণিক করণীয় নিয়ে কোনো কথা তো হয়ই না, বরং বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পূরক বাজেটে সারা বছরের অপব্যয়, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয়, আয়ে অপারগতা, ব্যয়ে বাড়াবাড়ি, তছরুপ-দুর্নীতি- সবই গৃহীত হয়ে যায়। নির্বাচনের বছরের বাজেট গুণধারী হওয়ার চাইতে দৃশ্যধারী হওয়ার প্রবণতা প্রেক্ষাপটেও।

জীবন ও জীবিকার জন্য বাজেটকে জাতীয় বাজেট থেকে আলাদা অলিন্দে নয়, একীভূত হিসেবে দেখাই জরুরি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, কৃষি খাতে অগ্রাধিকার ঘোষণা এবং কিঞ্চিত বরাদ্দ বাড়ালেই বাজেট জনগণের বাজেট বা ইতিবাচক হয় না, স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ বাড়ালেই মহামারি মোকাবিলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অটোমেটিক্যালি বাড়ে না, বিদেশি ঋণের টাকায় টিকা কেনা এবং ফ্রি বিতরণসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের সক্ষমতা ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন বহাল থাকে, দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা অপারগতায় আকীর্ণ থাকে এবং তা নিরসন-নিয়ন্ত্রণে তথা জবাবদিহিকরণে 'কথায় নয় কাজে' অগ্রগতি না থাকে। বাজেটে বরাদ্দ বড় কথা নয়, অর্থনীতিতে সেই বরাদ্দের দ্বারা কতটা সম্পদ ও সেবা সৃষ্টি হলো, প্রভাব ফেলতে পারল সেটিই বড় কথা। বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা-অক্ষমতা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার পরিস্থিতি যথা সময়ে দেখভালের ব্যবস্থা না থাকলে সে বাজেট শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কৌশল হিসেবে পরিণতি লাভ করে।

করোনা ও কিয়েভ-ক্রেমলিন সংকটে বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের কর্মসংস্থান, বহির্বাণিজ্য-শিল্পবাণিজ্য বিনিয়োগ উদ্যোগ অভিঘাত প্রশমন, দ্রব্য ও সেবা মূল্যেও অস্বাভাবিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মতো খাতগুলো অগ্রাধিকারপ্রাপ্য। বছর দুই আগে থেকে (এখনো পর্যন্ত চলতি বাজেট বর্ষে) করোনার প্রভাবে বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতের গুরুত্ব আলোচিত হলেও, সেখানে বরাদ্দ নমিনাল টার্মে আপেক্ষিকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিক্ষা, দক্ষ জনসম্পদ তৈরি, ফর্মাল ও ইনফর্মাল সেক্টরে কর্মসৃজনমূলক শিল্প উদ্যোগে কার্যকর পদক্ষেপের, বাস্তবায়নের খাতে বরাদ্দ সে হারে আরও বাস্তবে বাড়ানো ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল, যেভাবে বা হারে অন্যান্য অনেক অগৌণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেভাবে বা হারে করোনা যে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধন করেছে তা পুনরুদ্ধারে পরিপূরক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারত। সে সব খাত যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা খাতে দৃশ্যগত হয়নি। তথাপি এবং তদুপরি সেই বরাদ্দকৃত অর্থের বণ্টন ও ব্যবহার বা বাস্তবায়নের হিসাব মেলানোর সুযোগ সীমিত। অথচ কৃচ্ছ্র সাধন বা ব্যয় সংকচোন নিয়ন্ত্রণ ব্যপদেশে হলাহলপূর্ণ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। করোনাকালে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ শিক্ষাকার্যক্রমবিহীন (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিদ্যমান ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে মহানগর ও শহরে বিকল্প (অনলাইনভিত্তিক) শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা চললেও, ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠবিমুখ করা হয়েছে। টেবিল-চেয়ার পাহারা আর দায় দায়িত্ব কর্মহীন শিক্ষকের পেছনে এবং বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে ব্যবহৃত হয়েছে সিংহভাগ বরাদ্দ। অগৌণে শিক্ষা খাতের দিকে দৃষ্টি না দিলে শিক্ষায় বা সমাজে যে ক্ষরণ ও ক্ষত সৃষ্টি হবে তা হবে করোনার সেরা দীর্ঘমেয়াদি অভিঘাত। জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য যত বাড়বে তত জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াস মাঠে মারা যাবে। করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা নেয়া হলে, ঝরে পড়াদের সংখ্যা বাড়ত না, বাল্যবিবাহের সুচক উর্ধ্বগামী হতো না। বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম স্থানীয়ভাবেই সাময়িকভাবে হলেও চালু রাখার যৌক্তিতাকে মাথায় না নিয়ে অটো পাস কিংবা কর্তিত সিলেবাসে পরীক্ষা দেয়ার মতো আত্মঘাতী পদক্ষেপে যাওয়া থেকে দূরে থাকা হতো জাতীয় কাণ্ডজ্ঞানে দায়িত্বশীলতার পরিচয়। জীবন-জীবিকার বাজেটে শুধু বরাদ্দ নয়, গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রাণবায়ু কৃষি খাতে কৃষির উৎপাদন কৃষি তথা সামগ্রীকভাবে কৃষি খাতের উন্নতি একটি সম্মিলিত প্রয়াস। যেখানে কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক ও কৃষি উপকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রাইভেট সেক্টর, আমিষ, শর্করা সরবরাহকারীরাও সরাসরি জড়িত। কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি/প্রণোদনা যেন যথাযথভাবে এবং যথা সময়ে সত্যিকার প্রান্তিক চাষিরা, খামারিরা পায়। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরের অবদান কম নয়। সেজন্য পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরেও বাজেট বরাদ্দ থাকা উচিত। রাসায়নিক সারের তুলনায় জৈব সারে মাটির স্বাস্থ্য ভালো করে বিধায় রাসায়নিক সারের মতো বাজেটে জৈব সার উৎপাদনে ভর্তুকির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। প্রান্তিক চাষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা, খামারি, মাছ চাষির কাছে স্টিমুলাস প্যাকেজের টাকা পৌঁছায়নি। ব্যাংক বা আর্থিক খাতে বিশাল ব্যাধির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। ধনী আরও ধনী হওয়ার সহজ সুযোগে আয়বৈষম্য বেড়েই চলেছে। অন্তর্ভুক্তির নামে বিচ্ছিন্নতাই বাড়তে থাকলে 'কাউকে পেছনে ফেলা যাবে না' এসডিজি গোল অর্জনের এ মর্মবাণী সকরুণ ব্যর্থতার বিবরে উন্নয়নশীল অর্থনীতির কপোলে কালো তিলক আঁকতেই থাকবে। এই মুহূর্তে করোনা মোকাবিলায় দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে চলমান ও টেকসই রাখতে সুপরিকল্পিত বাজেটের কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ পরিবীক্ষণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ধর্মী যোগাযোগ ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমঝোতা বৃদ্ধি, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সবার সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করতে পারলে করোনা-উত্তর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং সে সম্ভাবনার সুযোগকে কাজে লাগানোর সময় এখনো আছে। করোনাকাল সহসা চলে যাবে এমন ধারণায় চলতিসহ বিগত দুটি বাজেট করা হয়েছিল, করোনা তখন যায়নি, এখনো তার রেশ কাটেনি, জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ঝুঁকি নিয়ে আগের ধাক্কা সামলানোর নিজের থেকে ছোটাছুটি করছে এটাকে স্বস্তির ও আত্মতৃপ্তির বিষয় ভাবা সমীচীন হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। করোনার অভিঘাত অব্যাহত থাকবে এটা মনে রেখে বাজেট পরিকল্পনা করতে হবে। ব্যয়-কৃচ্ছ্র সাধনে ঢিলেমি কিংবা যেকোনো প্রসঙ্গ পলায়নি মনোভাব, কঠিন শর্তের ঋণ নিয়ে (ব্যয় সাশ্রয়ী ও বেহাত হতে দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টির মহড়া নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ ব্যতিরেকে) কতিপয়ের ঘি খাওয়া, লাভের গুড় পিঁপড়েকে খেতে দেয়া অব্যাহত থাকলে চোখ ধাঁধানো উন্নয়ন অর্থবহ ও টেকসই হতে সময় লাগবে।

সামনের কয়েকটি বাজেটে বৈষম্য বৃদ্ধির বিবরে প্রান্তিক পর্যায়ের জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন প্রথম, দ্বিতীয় ইস্যু হচ্ছে জীবিকা। তৃতীয় এবং অন্যতম ইস্যু সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত দুর্নীতি দমন, সমন্বয়হীনতা, সামাজিক ঐক্যে অন্তর্ভুক্তির নামে বিচ্যুতি ঠেকানো। অভ্যন্তরীণ বাজার ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। সবসময় দেখতে হবে নতুন বাংলাদেশ। নতুন পরিস্থিতি, নতুন সমস্যা, নতুন সম্ভাবনা। অর্থনীতির কাঠামো পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে হবে। মোদ্দা কথা, অর্থনীতিতে রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার এবং মানবদেহে ইমিউন পাওয়ার বাড়াতে হবে। সামনের চ্যালেঞ্জগুলো যেমন ব্যয়ের বাজেটে অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ (রাজস্ব আয়) সম্পদের অপ্রতুলতা, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে দৃশ্যত স্থবিরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অনুপস্থিতির আড়ালে, দুর্নীতিগ্রস্ততায় অর্থনীতিতে ক্ষরণ, কস্ট অব ডুয়িং বিজিনেসের ঊর্ধ্বগামিতা, মেগা প্রকল্পে ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ার পরিবর্তে ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, করোনাকালে কিংবা করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় কৃচ্ছ্রসাধন ও ব্যয় সংকোচনের দাবি ও যৌক্তিতা অনুসরণে অপারগ পরিস্থিতি ও পরিবেশ, বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া, প্রবাসী আয় কমে যাওয়া, রপ্তানি বাজার সংকুচিত হওয়া, জলবায়ুর পরিবর্তনহেতু বন্যা, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ে কৃষি উৎপাদন ও জানমালের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, করোনা ও আঞ্চলিক সংঘাত সমর পরিস্থিতির কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বহির্মুখীন খাত ও ক্ষেত্রসমূহ সংকুচিত হওয়াকে সব সময় বিবেচনায় রাখতে হবে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা আপাতত রাজস্ব আহরণ খাতে চলমান সংস্কার ও অনলাইনিকরণ বাস্তবায়নে দৃঢ়চিত্ত ও সময়সূচিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। বিদ্যমনি আইনের সংস্কার এবং অনলাইনিকরণ ব্যতিরেকে বিদ্যমান কর্মকাঠামো ও লোকবল দিয়ে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন সম্ভব ও সমীচীন হবে না। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অচল অর্থনীতিকে সচল রাখার, বেকার ও ক্ষুধা রোখার, করোনায় ক্ষতি পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন, করোনায় সৃষ্ট মন্দা মোকাবিলা এবং সম্ভাব্য সুযোগের (কৃষি, স্বাস্থ্য খাত, আইটি, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার খাতে অধিক মনোযোগ ও দক্ষ জলবল সৃষ্টিসহ বিদেশফেরত বিদেশি বিনিয়োগ ঘরে আনা) সদ্ব্যবহার ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবিলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা আগামী বাজেটগুলোয় আয়-ব্যয় বণ্টনে, কৌশল নির্ধারণে তার প্রতিফলন থাকতে হবে।

হাই ব্লাড সুগার কমাতে নিমপাতা খাবেন যেভাবে...

লাইফস্টাইল ডেস্ক:
ডায়াবেটিস একটি গুরুতর অসুখ। এই অসুখে আক্রান্ত রোগীকে প্রতিনিয়ত সচেতন থাকতে হয়। নইলে জাপটে ধরে ভয়াবহ কিছু শারীরিক সমস্যা। তালিকায় আছে কিডনি ডিজিজ, ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও গ্লকোমার মতো কিছু গুরুতর রোগ। তাই ব্লাড সুগারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা চাইই চাই। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে হাতের কাছে থাকা নিমপাতা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডায়াবেটিস রোগীর শরীরে ইনসুলিন হরমোন কম বের হয় বা বের হলেও তা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। এই কারণেই রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে থাকে। আর দীর্ঘদিন ধরে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে সমস্যার শেষ থাকে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
তবে মনে রাখবেন, আমাদের হাতের কাছে থাকা নিমপাতার গুণেই কিন্তু এই সমস্যার সহজ সমাধান করা সম্ভব। তাই যুগ যুগ ধরে মধুমেহ রোগের প্রকোপ কমাতে নিমপাতার ব্যবহার হয়ে আসছে। এমনকি প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও এই নিয়ে বিশদে বর্ণনা রয়েছে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা সুস্থ থাকতে নিমপাতার দ্বারস্থ হতেই পারেন।

নিমের গুণেই সুগার কমবে

নিমপাতার মতো অত্যন্ত উপকারী ভেষজ আপনি অন্য একটি খুঁজে পাবেন না। এতে রয়েছে গ্লাইকোসাইডস এবং ট্রিপটোপেনয়েডসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্ল্যাভানয়েডস। আর এসব উপাদান একসঙ্গে মিলেই রক্তে শর্করার লেভেল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে এনসিবিআইতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানানো হয়েছে, নিমপাতায় রয়েছে অ্যান্টিডায়াবেটিক প্রপার্টিজ। আর এসব উপাদান ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা নিয়মিত নিমপাতা খেলে উপকার পাবেন।

রোজ সকালে চিবিয়ে খান

নিমপাতা চিবিয়ে খাওয়ার প্রথা যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত নিমপাতা চিবিয়ে খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আসে। তাই আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি সুগার রোগীকে রোজ সকালে উঠে খালিপেটে কয়েকটি নিমপাতা চিবিয়ে খেয়ে নিতে বলেন। নিমপাতা চিবিয়ে খেলে এর থেকে সর্বাধিক উপকার পাওয়া যায়। এমনকি খুব দ্রুত সুগারের মাত্রাও কমে।

নিমপাতার পানীয় অত্যন্ত উপকারী

ডায়াবেটিসের মতো জটিল সমস্যাকে বাগে আনতে চাইলে নিমপাতার পানীয় তৈরি করে পান করতে পারেন। এক্ষেত্রে একটি পাত্রে পানি নিন। সেই জলে কয়েকটি নিমপাতা ফেলে দিন। এরপর জল টগবগ করে ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। জল ফুটতে শুরু করলে দেখবেন জলের রং হালকা সবুজ হয়ে গেছে। এর অর্থ হলো আপনার নিমপাতার পানীয় তৈরি। এরপর এই পানীয় ছেঁকে নিয়ে দিনে অন্তত দু'বার পান করুন। এতেই দেখবেন সুগার লেভেল কমেছে। আপনি অনায়াসে সুস্থ থাকতে পারবেন।

ওষুধ খাওয়া ছাড়লে চলবে না

মুশকিল হলো, এই প্রতিবেদনটি পড়ার পর অনেকেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে নিমপাতা খাওয়া শুরু করতে পারেন। এই ভুল একদম করবেন না। মনে রাখবেন, নিমপাতা সুগার কমাতে পারে মাত্র। কিন্তু এই পাতা ডায়াবিটিসের ওষুধের বিকল্প নয়। তাই নিমপাতা খাচ্ছেন বলে ওষুধ খাওয়া ছাড়লে বিরাট বিপদ হতে পারে। তাই কোনোভাবেই সুগারের ওষুধ বা ইনসুলিন বন্ধ করবেন না।

ডায়াবেটিসের মতো ঘাতক অসুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে দিনে ৩০ মিনিট ব্যায়াম হলো মাস্ট। এক্ষেত্রে জিমে সময় কাটাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। জিম করা সম্ভব না হলে সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, জগিং বা হাঁটার মতো এরোবিক এক্সারসাইজ করতে পারেন। এর মাধ্যমেই ব্লাড সুগারের ফাঁদ থেকে বাঁচতে পারবেন। এমনকি দেহের অন্যান্য অঙ্গও থাকবে সুস্থ।

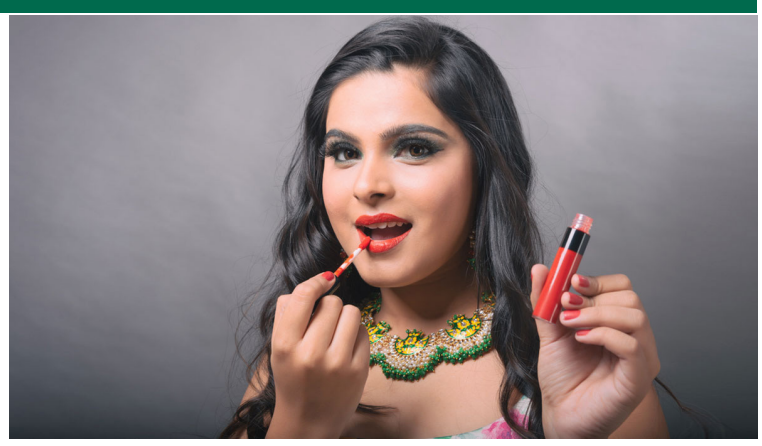

লিপিস্টিকের বিপদ এড়াতে মেনে চলুন ৫টি উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক:
নারীর সাজের প্রাণ হলো লিপস্টিক। এটি সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। কিন্তু এই লিপস্টিকের ভুল ব্যবহারে হতে পারে বিপদ। এ প্রসঙ্গে ডার্মাটোলজিস্ট আঁচল পন্থ জানিয়েছেন, লিপস্টিক ব্যবহারের সময় কিছু সাধারণ ভুল সকলেই করে থাকেন। যা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেকের ঠোঁটের রং বদলে যায় কিংবা রুক্ষ হয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।
কাজেই এই ৫টি টিপস মেনে চলুন।
১. নিত্যদিন গাঢ় রঙের লিপস্টিক পরা বন্ধ করুন অচিরেই। কারণ, যে লিপস্টিকের রং যত গাঢ়, তার মধ্যে সিসা, ক্রোমিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ তত বেশি। তাই গাঢ় লিপস্টিকের বদলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হালকা রঙের শেড ব্যবহার করুন।
২. ঠোঁটে কোনও লিপবাম কিংবা সানস্ক্রিন বা এসপিএফ-যুক্ত ক্রিম ব্যবহার না করেই সোজাসুজি লিপস্টিক লাগানোর ভুল অনেকেই করে থাকেন। আজ থেকেই এই অভ্যাস ত্যাগ করুন। ঠোঁটের ওপর হালকা লিপবামের স্তর থাকলে লিপস্টিক অতটা ক্ষতি করতে পারে না।
৩. রোজ লিক্যুইড ম্যাট লিপস্টিক ব্যবহার করা বন্ধ করুন। এতে ঠোঁট শুকিয়ে চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তার বদলে টিন্টেড লিপ গ্লস লাগান। এতে ঠোঁট ময়েশ্চারাইজড থাকে।
৪. রাতে লিপস্টিক তুলে ঘুমোতে যান। প্রথমে বেবি অয়েল বা মেকাপ রিমুভার দিয়ে লিপস্টিক তুলুন। সপ্তাহে ২ দিন চিনি দিয়ে স্ক্রাব করুন। এরপর লিপবাম লাগিয়ে নিন।
৫. রোজ রাতে ত্বকের যত্ন নেওয়া যেমন জরুরী, তেমনই ঠোঁটের যত্নও দরকার। ঘুমানোর আগে মোটা করে লিপবাম লাগাবেন অবশ্যই। এতে পরের দিন সকালে উঠে ঠোঁট নরম পাবেন।

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কফির অসামান্য অবদান

লাইফস্টাইল ডেস্ক: কফি অনেক আগে থেকেই পানীয় হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। কারণ হতে পারে এর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বা মস্তিষ্কের কার্যকারীতা বাড়ানোর ক্ষমতা। তবে সৌন্দর্য চর্চায়ও কফি বেশ কার্যকর। কফির মাস্ক তৈরি করে ব্যবহারে চোখের চার পাশের ডার্ক সার্কেল দূর করে। ত্বকের বলিরেখা দূর করে ত্বক রাখে স্বাস্থ্যজ্জ্বল। কফিতে থাকা প্রাকৃতিক ভিটামিন ও অ্যাসিড ত্বকের মৃত কোষ দূর করে মসৃণ এবং পরিষ্কার করে, ফলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। পরিমাণ মতো কফি, চিনি এবং জলপাই তেল নিয়ে মাক্স তৈরি করে মাত্র পাঁচ মিনিট ধীরে ধীরে মাসাজ করুন এর পর পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। চুল পড়া রোধ করে, চুল ঘন ও মসৃণ করে। নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে। চুলের রং হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন কফি। কফি পানিতে গুলে আধাঘণ্টা চুলে মেখে রাখুন, এবার শ্যাম্পু করুন। ঠিক তেমনটাই হবে, চুলের যে শাইন আপনি চান। মানসিক চাপ কমিয়ে আমাদের চাঙা রাখে কফি। এতো গুণের যে পানীয় তা থেকে দূরে থাকা যায়!

হেয়ার রিমুভ্যালের সুবিধাজনক পদ্ধতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক: রূপচর্চায় মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যত্ন নিতে হয়। তবে যখন অবাঞ্ছিত লোম দূরীকরণের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকেই নির্ভর করেন পারলার কিংবা স্যালোর। প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়া আরও যেসব পন্থায় লোম দূর করা যায়- সেসব বিষয় নিয়ে এই ফিচার।
শেভিং : সবচেয়ে সহজ হেয়ার রিমুভ্যাল প্রক্রিয়া হলো- শেভিং। ত্বকের উপরিভাগ থেকে ইলেকট্রিক বা ডিজপোজেবল রেজরের সাহায্যে রোম ছেঁটে ফেলা হয়। এতে রোমকূপ থেকে যেহেতু উৎপাটিত হয় না, তাই ১-৩ দিনের মধ্যেই আবার তা গজিয়েও যায়।
হেয়ার রিমুভ্যাল ক্রিম : এটি প্রচলিত হেয়ার রিমুভ্যালের মধ্যে অন্যতম। ডেপিলেটর বা হেয়ার রিমুভ্যাল ক্রিম ব্যবহার করলে তা শেভিংয়ের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাড়িতে হেয়ার রিমুভ্যালের জন্য ভালো এই পদ্ধতি। তবে এই ক্রিমে থাকা রায়ায়নিক অনেক সময় ত্বকের ক্ষতির কারণও হতে পারে।
ওয়াক্সিং : সারা শরীরের হেয়ার রিমুভ্যালের জন্য জনপ্রিয় পদ্ধতি ওয়াক্সিং। সাময়িক যন্ত্রণা হলেও ওয়াক্সিংয়ের পর ত্বকে মসৃণ ভাব আসে। রোমকূপ খোঁচা খোঁচা খসখসে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।
টুইজিং : অবাধ্য আইব্রাও লাইন থেকে রেহাই পেতে অনেকে টুইজারের সাহায্য নেন। এই প্রক্রিয়ায় একবারে একটি রোম তোলা যায়।
থ্রেডিং : আইব্রাও শেপ করার জন্য, আপারলিপ ও ফেশিয়াল হেয়ার রিমুভ্যালের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রক্রিয়া থ্রেডিং।

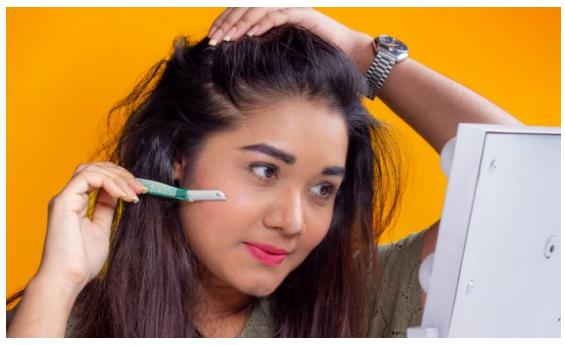

টুইজিংয়ের তুলনায় এতে ত্বকে চাপ কম পড়ে। কিছুটা যন্ত্রণাদায়ক হলেও টুইজিংয়ে যেখানে একবারে একটাই হেয়ার রিমুভ করা সম্ভব, থ্রেডিংয়ে পুরো লাইন একসঙ্গে তুলে ফেলা যায়।
ইলেকট্রোলিসিস : এ ক্ষেত্রে নিডলের সাহায্যে হেয়ার ফলিকলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাস করানো হয়। কয়েকটি সেশনের পর হেয়ার রিমুভ্যাল চিরস্থায়ী হয়। লেজার ট্রিটমেন্টের তুলনায় কম খরচ সাপেক্ষ হলেও এই পদ্ধতিতে একটা করে হেয়ার রিমুভ করা হয়। তাই সময় লাগে। সুচ ফোটানোর যন্ত্রণা তো আছেই।
লেজার হেয়ার রিমুভ্যাল : আলোকরশ্মির সাহায্যে রোমকূপের গোড়া নষ্ট করে লেজার হেয়ার রিমুভ্যাল। এটি আধুনিক লেজার পদ্ধতি এবং যন্ত্রণাহীন। তবে বেশ কয়েক মাস ধরে এই থেরাপি চলে এবং বেশ খরচসাপেক্ষ।

দুর্দান্ত মিম

আওয়াজবিডি ডেস্ক:
ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই দুর্দান্ত সময় পার করে আসছেন লাক্সতারকা বিদ্যা সিনহা মিম। বিবাহ পরবর্তী জীবনেও মিম দারুণ সুখী একজন তারকা। এই প্রজন্মের অনেকের কাছে মিমের মিডিয়া জীবন, ব্যক্তি জীবন অনুপ্রেরণারও হয়ে উঠছে। লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার নির্বাচিত হওয়ার পর সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও মাঝখানে অনেক নাটকে অভিনয় করেও আলোচনায় থেকেছেন তিনি।
অভিনয়ের পাশাপাশি বিদ্যা সিনহা মিম বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে কাজ করেও দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এক বছর/ দু'বছর কিংবা তারও বেশি সময়ের চুক্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত হিসেবেও কাজ করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার স্কিন অ্যাণ্ড বিউটি কেয়ার প্রোডাক্ট 'বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস'র শুভেচ্ছাদূত হলেন এই মডেল অভিনেত্রী।
বুধবার রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএস-এ বায়োজিন'র প্রধান শাখায় এক বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন মিম। এ বিষয়ে আনন্দেচিত্তে এই লাক্স তারকা বলেন,' এর আগেও আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করেছি। এমনকী আমি বর্তমানে ইউনিসেফ'র শুভেচ্ছাদূত হিসেবেও কাজ করছি। বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস'র সঙ্গে বে আমার পথচলা শুরু হলো। আশা করছি আগামী এক বছর আমি প্রতিষ্ঠানটির প্রচারণায় ঠিকঠাক ভাবে কাজ করে যেতে পারবো। সেই সঙ্গে আমার বিশ^াস প্রতিষ্ঠানটিও আমাকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করবে। আমরা একসাথে চমৎকার সমন্বয়তার মধ্যদিয়ে কাজ করে যাবো।'
গত বছর রায়হান রাফির 'পরাণ' সিনেমায় অভিনয়ের মধ্যদিয়ে একজন জাত অভিনেত্রী হিসেবে মিম স্বীকৃতি পান।
'মাদিহা মার্সিহা অ্যাডভারটাইজিং'র একটি জরিপে মিম ২০২২ সালের সেরা নায়িকা'র স্বীকৃতিও পান। আগামী ঈদে তার অভিনীত দীপন পরিচালিত 'অন্তর্জাল' সিনেমাটি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। এছাড়াও সানী সানোয়ার ও ফয়সাল আহমেদ পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'মিশন হান্ট ডাউন' হৈচৈ'তে প্রকাশ পাবার কথা রয়েছে। মিম প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন খালিদ মাহমুদ মিঠু পরিচালিত 'জোনাকীর আলো' সিনেমাতে অভিনয় করে।
এদিকে মিম কলকাতায় সঞ্জয় সমাদ্দারের পরিচালনায় শেষ করেছেন জিৎ'র বিপরীতে 'মানুষ' সিনেমার কাজ। হুমায়ুন আহমেদ পরিচালিত আমার আছে জল চলচ্চিত্রে অসাধারন অভিনয় করে মীম সবার নজরে আসেন। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তিনি মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার-এ সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার লাভ করেন। পরের বছর ২০০৯ সালে মীম অভিনয় করেন জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত আমার প্রাণের প্রিয়া ছায়াছবিতে। যাতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন শাকিব খান।[এই ছায়াছবির জন্য তিনি মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার-এ তারকা জরিপে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পীর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। এর সাথে সাথে মীম ছোট পর্দায় বেশ কিছু নাটকেও নিয়মিত অভিনয় করেন। ২০১৩ সালে মিজানুর রহমান আরিয়ানের অপরাধধর্মী ট্রাম্প কার্ড নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটি ঈদুল ফিতরে আরটিভিতে প্রচারিত হয়।এরই অনুবর্তী পর্ব ট্রাম্প কার্ড ২ একই বছর ঈদুল আযহায় আরটিভিতে প্রচারিত হয়। এরপর লম্বা বিরতি নিয়ে ২০১৪ সালে পহেলা বৈশাখে খালিদ মাহমুদ মিঠু পরিচালিত জোনাকির আলো মুক্তি পায়। ত্রিভুজ প্রেমের গল্পে তার বিপরীতে অভিনয় করেন মামনুন হাসান ইমন ও কল্যাণ কোরাইয়া। ছায়াছবিটি ব্যবসায়িক সফলতার মুখ না দেখলেও তার গ্ল্যামার প্রশংসিত হয়। এই চলচ্চিত্রে সমাজকর্মী 'কবিতা' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি ৩৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে মৌসুমীর সাথে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জন করেন। এরপর মুক্তি পায় তার পরবর্তী ছায়াছবি মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত তারকাঁটা।[১৪] এতে তার সঙ্গে আরও অভিনয় করেন আরিফিন শুভ ও মৌসুমী।[১৫] ছবিটি সম্পর্কে পরবর্তীকালে মীম বলেন যে, "এই ছবিটি তার না করাই ভালো ছিল" এবং কারণ হিসেবে বলেন, "এই ছবির গল্প শুনেছি একরকম, শুটিং শেষ করে দেখেছি আরেকরকম।"
২০১৫ সালের ঈদুল ফিতরে মীমের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি পদ্ম পাতার জল মুক্তি পায়। ছবিটি কম সংখ্যক হলে মুক্তি পেলেও ভালো ব্যবসা করেছে। তাছাড়া মীম যৌথ প্রযোজনার ছায়াছবি ব্ল্যাক-এ অভিনয় করেছেন। ছবিটি ২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর ভারতে ও ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রায় ২০০টি হলে মুক্তি পায়। রাজা চন্দ পরিচালিত এই ছায়াছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন কলকাতার জনপ্রিয় নায়ক সোহম চক্রবর্তী। ২০১৬ সালে ভালোবাসা দিবসে মুক্তি পায় মীম অভিনীত সুইটহার্ট। ছায়াছবিটি পরিচালনা করেন শাহীন-সুমন পরিচালক জুটির ওয়াজেদ আলী সুমন। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন বাপ্পি চৌধুরী এবং একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেন রিয়াজ। ঈদুল ফিতরের তৃতীয় দিন আরটিভিতে প্রচারিত হয় টেলিছবি সেই মেয়েটি। মিজানুর রহমান আরিয়ান নির্মিত টেলিছবিতে তার বিপরীতে ছিলেন তাহসান রহমান খান। বছরের শেষে মুক্তি পায় অনন্য মামুন পরিচালিত আমি তোমার হতে চাই। এই ছবিতেও তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন বাপ্পি চৌধুরী।
২০১৭ সালে ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পায় তানিয়া আহমেদের পরিচালনায় ভালোবাসা এমনই হয়। প্রণয়ধর্মী-হাস্যরসাত্মক এই ছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন ইরফান সাজ্জাদ। ফেব্রুয়ারিতে ভালোবাসা দিবসে বাংলাভিশনে প্রচারিত হয় নাট্য নির্মাতা মাবরুর রশিদ বান্নার তোমার পিছু পিছু। এতে তার বিপরীতে অভিনয় Aকরেন তাহসান রহমান খান।
২০১৮ সালে তাকে মনতাজুর রহমান আকবরের দুলাভাই জিন্দাবাদ, সৈকত নাসিরের পাষাণ ও সুলতান দ্য সেভিয়ার চলচ্চিত্রে দেখা যায়। এছাড়া নির্মাণাধীন রয়েছে তারেক শিকদারের দাগ, ও তেলুগু নায়ক অরিন্দমের বিপরীতে রকি।

ছবি-ভিডিও দিয়ে চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়া দুঃখজনক : সুনেরাহ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল। ঘটনার বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও থামছে না অভিনেত্রীকে নিয়ে নানা ধরণের আলোচনা-সমালোচনা। আর সে কারণে বিষয়টি নিয়ে আবারও মুখ খুলেছেন সুনেরাহ। যেখানে তিনি কিছু ছবি বা ভিডিও দিয়ে চরিত্র, সম্পর্কের সার্টিফিকেট দেওয়ায় হতাশ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার (১ জুন) রাত সাড়ে নয়টায় নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে সুনেরাহ লিখেছেন, যেকোনো একটি ঘটনা অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং সেই ঘটনার আগে-পরেও অনেক ঘটনা থাকে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। চিন্তা না করে, সত্যতা যাচাই না করে। প্রমাণ, ভিত্তি ছাড়াই মন্তব্য করে বসি। তাতে সেই ঘটনার সাথে জড়িত মানুষগুলোর দায় কতটা, তারা এবং তাদের পরিবার তাতে কতটা মানসিক, সামাজিক, পেশাগত, সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে- তার কোনো কিছুই আমরা চিন্তা করি না। এই অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, ৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া দুই বন্ধুর কিছু মুহূর্ত কে বা কারা কেন যে সামনে নিয়ে এলো এবং তা নিয়ে যেই আলোচনা-সমালোচনা, রটনা চর্চা হচ্ছে - প্রথমত সেটাই বেশ অবান্তর। দ্বিতীয়ত, কিছু বিচ্ছিন্ন ছবি বা ভিডিও'র দোহাই দিয়ে যেভাবে আমাদের চরিত্র, সম্পর্ক ও অবস্থানের সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে- তা খুবই দুঃখজনক। আমার শুধু একটাই অনুরোধ, দয়া করে সত্য না জেনে বা প্রমাণ ছাড়া ভুল তথ্য-মন্তব্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ করে সুনেরাহ বলেন, বিশেষ করে সাংবাদিক ভাই-বোনদের অনুরোধ, আপনারা দয়া করে সত্য তথ্য সবার কাছে পৌঁছে দিন। আমি আমার জায়গা থেকে সৎ এবং শক্ত আছি। সময় ও অভিজ্ঞতার সাথে আরও পরিণত হচ্ছি। ভুল থেকে শেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু এমন কোনো ভুল আমি কখনোই মেনে নেবো না, যেখানে আমাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হবে এবং সেটা আমার আত্মসম্মানে অনৈতিকভাবে আঘাত করবে। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন।

রাতে মেজাজ হারান মিথিলা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা। কলকাতার চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃজিত মুখার্জিকে বিয়ের পর দুই বাংলাতেই সমান ভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। তবে সম্প্রতি এই অভিনেত্রীকে নিয়ে খবর চাউর হয়, তিনি নাকি শুটিং সেটে মেজাজ হারান। এমনকি পরিচালকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কেও জড়ান। ঠাণ্ডা মেজাজের মিথিলা কেনো মেজাজ হারান? কেনো তিনি পরিচালকের সঙ্গে তর্কে জড়ান, সে বিষয়ে একটি খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'টিভি নাইন। যেখানে মিথিলা মেজাজ হারানোর বিষয়টি স্বীকার করেছেন। সেইসঙ্গে এর কারণও জানিয়েছেন। মিথিলা বলেন, 'সারাদিন কাজ করতে রাজি আছি। কিন্তু রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বাড়ি ফিরতেই হবে। তখন আর কাজ করতে ভালো লাগে না। আর ঠিক তখনই মেজাজ বিগড়ে যায়।' এ অভিনেত্রী সব পরিচালকের সঙ্গে অবশ্য তর্ক-বিতর্কে জড়ান না। কেবল যারা কাছের, তাদের সঙ্গেই এমনটা করে থাকেন বলে দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, মিথিলার পরবর্তী সিনেমার নাম 'মেঘলা'। এতে নাম ভূমিকায় অর্থাৎ মেঘলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সিনেমায় মিথিলা ছাড়াও

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায়, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন ঘোষ, অমিত সাহা, দীপক হালদার প্রমুখ। ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় রয়েছেন অর্ণব কে মিদ্যা।

চরম শত্রুরও যেন এ পরিস্থিতি না হয়: জয়া আহসান

বিনোদন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান অভিনীত নতুন সিনেমা 'অর্ধাঙ্গিনী'। শুক্রবার (২ জুন) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। সিনেমা মুক্তির দিনে দর্শকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন জয়া। যেখানে তিনি বলেন, "একটি স্ত্রী-ভূজ প্রেমের গল্প 'অর্ধাঙ্গিনী'। শুভমুক্তি আজ। অন্যের মতামত, ভালোলাগার ওপর ভরসা না করে, নিজে গিয়ে দেখুন এক চরম বাস্তব! ভালো লাগলে সবাইকে জানাবেন আপনার মতামত। তবে চরম শত্রুরও যেন এ পরিস্থিতি না হয়।" এই ছবির গল্পে দেখা যাবে, একজন ব্যক্তি (কৌশিক) প্রথম স্ত্রীর (চূর্ণী) সঙ্গে দীর্ঘ দিন সংসার করার পর বিচ্ছেদ করে ফেলেন। এরপর বিয়ে করেন আরেক নারীকে (জয়া)। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় কোমায় চলে যান সেই ব্যক্তি। এমন এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, বর্তমান স্ত্রী (জয়া) ছুটে যান তার আগের স্ত্রীর (চূর্ণী) কাছে। এরপর বর্তমান ও প্রাক্তনের মধ্যে এক অন্যরকম রসায়নের অবতারণা হয়।

শাকিব দুর্দান্ত হেল্পফুল : ইধিকা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ওপার বাংলার জনপ্রিয় টিভি তারকা ইধিকা পাল বাংলাদেশের সুপারস্টার শাকিব খানের বেশ প্রসংশা করলেন। তার ভাষায় শাকিব খান বেশ ভালো মানুষ ও সহকর্মীদের প্রতি যত্নশীল। দুর্দান্ত হেল্পফুল কো-অ্যাক্টর বর্তমানে সুপারস্টার শাকিব খানের যত ব্যস্ততা ঈদে মুক্তিপ্রতিক্ষীত 'প্রিয়তমা' নিয়ে। এরইমধ্যে ছবিটির সিংহভাগ কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিচালক। এবার শাকিবের সঙ্গে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন ছবিটির নায়িকা ইধিকা পাল। এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, শাকিব খুব বিনয়ী। শাকিব প্রসঙ্গে ইধিকা বলেন, 'শাকিব খান যেহেতু এ দেশের বড় স্টার আমি ভেবেছিলাম সে ফ্রেন্ডলি কম হবে এবং একটা মুড নিয়ে থাকবে। হয়তো সেভাবে কথা বলতে চাইবে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি দেখলাম সে খুবই বিনয়ী, দুর্দান্ত হেল্পফুল কো-অ্যাক্টর।'
এ অভিনেত্রী আরও বলেন, 'শুরুতে নার্ভাস থাকলেও শুটিং করে প্রাণ ভরে গেছে। কোনো চাপ অনুভব করছি না। বরং 'প্রিয়তমা'র জার্নি দারুণভাবে উপভোগ করছি।' ছবিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইধিকা বলেন, 'প্রথম বাংলাদেশে শুটিং করতে আসার আগেই জেনেছি শাকিব খান এখানকার সুপারস্টার। তিনি কলকাতায় একাধিক ছবি করেছেন। তাই আগে থেকে শাকিব খান নামটা পরিচিত ছিল।'
তিনি আরও বলেন, 'শাকিবের সঙ্গে নতুন পরিবেশে কাজ করব- এটা ভেবে শুরুতে নার্ভাস ও মানসিক চাপে ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশে আসার পর সবাই এত মাই ডিয়ার বিহ্যাভ ও টেককেয়ার করেছে, আমি জাস্ট মুগ্ধ হয়েছি।'
জানা গেছে, ২০২২ সালে জি-বাংলায় প্রচারিত ধারাবাহিক 'পিলু' সিরিয়ালে অভিনয় করেন ইধিকা। এরপর 'রিমলি' সিরিয়ালে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। সিরিয়ালপ্রেমীদের কাছে তিনি মোটামুটি জনপ্রিয়।
'প্রিয়তমা'র পরিচালক হিমেল আশরাফ। ছবির কাহিনী লিখেছেন প্রয়াত ফারুক হোসেন। যৌথভাবে চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন ফারুক হোসেন ও হিমেল আশরাফ।

বিয়ে করলেন সংগীতশিল্পী ঐশী

আওয়াজবিডি ডেস্ক: গত এপ্রিলের শুরুতে আরেফিন জিলানি সাকিবের সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী। মাঝখানে এক মাসের বিরতি। মে মাসের শেষ দিনে গায়ে হলুদ, এরপর গতকাল বসলেন বিয়ের পিঁড়িতে। এর মাধ্যমে আড়াই বছরের চেনা জানা মানুষটিকে আজীবনের জন্য আপন করে নিলেন এই সংগীত তারকা। শুক্রবার (২ জুন) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানের একটি কনভেনশন হলে বিয়ে করেন ঐশী ও জিলানি। সেখানে তাদের দুই পরিবারের সদস্য ছাড়াও শোবিজের অনেক তারকা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, বুধবার (৩১ মে) অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐশীর গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান। অন্যরকম পারিবারিক আবহে একঝাঁক সংগীতশিল্পীর অংশগ্রহণে এদিন নেচে গেয়ে নিজের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান মাতান এই সংগীতশিল্পী। সদ্য প্রয়াত ঐশীর বাবার একটি চিঠি দিয়ে শুরু হয় হলুদ সন্ধ্যার আয়োজন। সে চিঠি শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন ঐশী। তবে মেঘ কেটে সূর্য উঁকি দিতে দেরি হয়নি। লুইপার মজার উপস্থাপনায় মঞ্চে এসে হাজির হন পারভেজ। একে একে মজার সব পারফরমেন্সে মঞ্চে আসেন আনিকা, লুইপা, তূর্য, নাবিলা, সজল, পূজা, নাদিয়া ডোরা, নিলয় প্রমুখ। মজার মজার গানে ঐশীর সতীর্থ সংগীতশিল্পীরাই হয়ে ওঠেন ড্যান্সার। প্রসঙ্গত, আড়াই বছরের পরিচয় ও বন্ধুত্বের পর গত ২ এপ্রিল আংটিবদল হয় ঐশী ও জিলানির। সংগীতশিল্পী পরিচয়ের বাইরে ঐশী এখন চিকিৎসক। অন্য দিকে জিলানি পড়াশোনা শেষ করে যুক্ত হয়েছেন একটি ঔষধ কোম্পানিতে।

আফগানিস্তান সিরিজ কঠিন ও আকর্ষণীয় হবে: তামিম

আওয়াজবিডি ডেস্ক: লম্বা বিরতির পর আবার ক্রিকেট মাঠে শুরু বাংলাদেশের ব্যস্ততা। দুই ধাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এক টেস্ট, তিন ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা।

এই পূর্ণাঙ্গ সিরিজ কঠিন ও আকর্ষণীয় হবে মনে করেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আফগানিস্তান সিরিজ নিয়ে আমার এটাই বলার আছে, এটা সবসময় আকর্ষণীয় সিরিজ। আফগানিস্তান মানসম্পন্ন দল। আজকে তাদের পারফরম্যান্স দেখেছেন (শুক্রবার ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে আফগানিস্তান)।'

আগামী ১৪ জুন থেকে মিরপুরে চলবে একমাত্র টেস্ট। এরপর আফগানিস্তান যাবে ভারত সফরে। ঈদ উল আযহার পর শুরু হবে সীমিত ওভারের সিরিজ। আপাতত টেস্ট নিয়েই দল ভাবছে জানালেন তামিম, 'আমাদের তিন বিভাগেই পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে হবে। এটা বাংলাদেশের জন্য কঠিন সিরিজ হবে। কারণ তাদের মানসম্পন্ন বোলিং আক্রমণ রয়েছে। আশা করি আমরা ভালো করে প্রস্তুত হবো। আমরা টেস্ট দিয়ে শুরু করছি। এরপর মাঝখানে ওয়ানডের জন্য প্রস্তুতি নেবো। এখন আমরা মূলত টেস্ট নিয়েই চিন্তা করছি।'

৫০ ওভারের ম্যাচ হবে ৫, ৮ ও ১১ জুলাই। সবগুলোই হবে চট্টগ্রামে। তারপর দুই দল সিলেটে চলে যাবে। সেখানে দুটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ১৪ ও ১৬ জুলাই।

আফগানিস্তানের কাছে ঘরের মাঠে হারলো শ্রীলঙ্কা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: টপ অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতার মাশুল দিলো শ্রীলঙ্কা। দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার চারিথ আসালাঙ্কা ও ধনঞ্জয়া ডি সিলভা না দাঁড়ালে অবস্থা আরও শোচনীয় হতো। তাদের ২৬৮ রানে অলআউট করে জিততে বেশি কষ্ট হয়নি আফগানিস্তানের। যদিও আফসোস করতে হয়েছে ইব্রাহিম জাদরানকে। চতুর্থ সেঞ্চুরিটা হয়নি মাত্র ২ রানের জন্য। হাম্বানটোটায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা বেশ ভালো হলো আফগানিস্তানের। স্বাগতিক শ্রীলঙ্কাকে তারা হারিয়ে দিয়েছে ৬ উইকেটে। অন্যদিকে বিশ্বকাপ খেলতে বাছাই পরীক্ষার আগে বড় ধাক্কা খেলো শ্রীলঙ্কা। ১৯ বল হাতে রেখে পাওয়া জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডেতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলো আফগানরা, পরের ম্যাচ রবিবার। ২০তম ওভারে ৮৪ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। প্রথম চার ব্যাটারের মধ্যে পাথুম নিসাঙ্কা একাই করেন ৩৮ রান। দুই বছরেরও বেশি সময় পর ফিরে ওপেনিংয়ে নেমে ৪ রানের বেশি করতে পারেননি দিমুথ করুণারত্নে। কুশল মেন্ডিস (১১) ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজও (১২) হতাশ করেন। শেষ পর্যন্ত চারিথ ও ধনঞ্জয়া পঞ্চম উইকেট জুটিতে হাল ধরেন। দৃঢ়চেতা ব্যাটিংয়ে দলকে লড়াকু সংগ্রহের আভাস দেন তারা। এই জুটি ৯৯ রান তোলে। ৫৯ বলে ৫১ রান করে মোহাম্মদ নবীর শিকার ধনঞ্জয়া। চারিথ একপ্রান্ত আগলে রেখে ইনিংস শেষ করে আসার ইঙ্গিত দিলেও পারেননি। শেষ ওভারের প্রথম বলে ৯১ রানে রান আউট তিনি। ৯৫ বলের ইনিংসে ছিল ১২ চার। একই ওভারে আরও দুই ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে শ্রীলঙ্কাকে শেষ বলে অলআউট করে আফগানরা।

সফরকারীদের পক্ষে ফজলহক ফারুকি ও ফরিদ আহমেদ দুটি করে উইকেট নেন। লক্ষ্যে নেমে ষষ্ঠ ওভারে ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ (১৪) লাহিরু কুমারার শিকার। ২৫ রানে আফগানিস্তানের প্রথম উইকেট পেলেও শ্রীলঙ্কার আনন্দ বেশিক্ষণ থাকেনি। তাদের ক্লান্ত করে ছাড়েন ইব্রাহিম ও রহমত শাহ। ১৪৬ রানের এই জুটি ভেঙে যায় ইব্রাহিমকে ব্যথিত করে। ৯৮ বলে ৯৮ রান করে কাসুন রাজিথার বলে বদলি ফিল্ডার সাদিরা সামারাবিক্রমাকে ক্যাচ দেন তিনি। এই ওপেনারের বাউন্ডারি ছিল ১১টি, ছয় দুটি। স্কোরবোর্ডে ১৭১ রান ওঠার পর ইব্রাহিম ফিরে গেলে আর পেছনে ফিরতে হয়নি আফগানদের। রহমত ৫৫ রান করে থামেন, অধিনায়ক হাসমতউল্লাহ শহীদী করেন ৩৮ রান। ৪ উইকেট হারানোর পর নবী ও নাজিবউল্লাহ জাদরান যথাক্রমে ২৭ ও ৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতান। ৪৬.৫ ওভারে ৪ উইকেটে আফগানিস্তান করে ২৬৯ রান।

এই দিনে ওয়ানডেতে অভিষেক হয় মাথিশা পাথিরানা ও দুশান হেমন্তের। স্মরণীয় দিনটা মনে রাখার মতো কিছু করতে পারেননি তারা। পাথিরানা এক উইকেট নেন, হেমন্তের হাত ছিল খালি।

চমক রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা জিম্বাবুয়ের

আওয়াজবিডি ডেস্ক: চলতি বছরের শেষে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর বসতে যাচ্ছে ভারতের মাটিতে। ১০ দল নিয়ে হবে এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ইতিমধ্যে স্বাগতিক ভারতসহ সুপার লিগের শীর্ষ ৮ দল সরাসরি জায়গা করে নিয়েছে টুর্নামেন্টে। তবে বিশ্বকাপের অন্য দুই টিকিট পাওয়ার জন্য আগামী ১৮ জুন থেকে জিম্বাবুয়ের মাটিতে ১০টি দল লড়বে। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান 'এ' দলের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত সিরিজে পারফর্ম করা ক্রিকেটাররা জায়গা করে নিয়েছেন দলে। যেখানে রয়েছে চমক, অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ক্রিকেটারকে নিয়ে স্কোয়াড দিয়েছে রোডেশিয়ানরা। জয়লর্ড গাম্বি পাকিস্তান 'এ' দলের বিপক্ষে শতক হাঁকিয়ে নিজের জাত চিনিয়েছেন। এর আগে ঘরের মাঠে ইংলিশ কাউন্টি দল গ্লামর্গানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দল থেকে জায়গা হারিয়েছেন রেগিস চাকাভা, মিলটন শুম্বা এবং টনি মুনিওঙ্গা। তাদের বাজে ফর্মের কারণেই জায়গা হারাতে হয়েছে। দীর্ঘ দিন পর দলে ফিরছেন তাদিওয়ানাশে মারুমানি এবং ইনোসেন্ট কাইয়া। বরাবরের মতো ক্রেইগ আরভিনের হাতেই থাকছে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব। ২০১৫ সালের পর আর ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। এবার দীর্ঘ ৮ বছরের আক্ষেপ ঘোচাতে মাঠে নামতে যাচ্ছে সিকান্দার রাজারা।

জিম্বাবুয়ে স্কোয়াড: ক্রেইগ আরভিন (অধিনায়ক), রায়ান বার্ল, টেন্ডাই চাতারা, ব্র্যাডলি ইভান্স, জয়লর্ড গাম্বি, লুক জঙ্গি, ইনোসেন্ট কাইয়া, ক্লাইভ মাডেন্ডে, ওয়েসলি মাধেভেরে, তাদিওয়ানাশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, সিকান্দার রাজা এবং শন উইলিয়ামস।

ওয়ানডে সুপার লিগের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নন তামিম

আওয়াজবিডি ডেস্ক: চলতি বছরের অক্টোবরেই শুরু হতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির মেগা এই টুর্নামেন্টের সেরা ৮ দলের লাইনআপ আগেই ঠিক হয়েছে। ওয়ানডে সুপার লিগের সেরা আট দল খেলার সুযোগ পাচ্ছে সরাসরি ভারত বিশ্বকাপে। যেখানে তিন নম্বরে থেকে ওয়ানডে সুপার লিগ শেষ করেছে তামিম ইকবালের দল। তবে এমন পারফরম্যান্সেও খুশি নন টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

গত (২ জুন) একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই বিষয়ে কথা বলেন তামিম। এই সময় ওয়ানডে সুপার লিগ নিয়ে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'সন্তুষ্ট বলব না, আমরা শীর্ষ তিনের মধ্যে একটা দল। কিন্তু আমাদের সুযোগ ছিল আরেকটু ভালো করার। হয়তো দুই বা শীর্ষে থাকতে পারতাম। কিন্তু খুব ইতিবাচকভাবে আমরা কোয়ালিফাই করেছি। সামনে সিরিজ আছে, এশিয়া কাপ ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের ব্যাপারে কথা চলছে। এই সিরিজগুলো বিশ্বকাপ প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা থাকবে যেসব জায়গায় দুর্বলতা আছে, সেসব জায়গায় যতটুকু ভালো করা যায়।' আফগানিস্তান ক্রিকেট দল দুই ধাপে বাংলাদেশ সফরে আসবে। প্রথম ধাপে আগামী ১০ জুন ঢাকায় পা রাখবে তারা। এরপর দু'দল একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে। ঈদের পর আগামী জুলাইয়ে দ্বিতীয় দফায় এসে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবেন রশিদ খানরা। তবে আপাতত টেস্ট নিয়েই ভাবছেন তামিম। সেই অনুষ্ঠানে নিজেদের চিন্তা-ভাবনার কথা স্পষ্ট করে তামিম বলছিলেন, 'আশাকরি আমরা ভালো করে প্রস্তুত হবো। আমরা টেস্ট দিয়ে শুরু করছি। এরপর মাঝখানে ওয়ানডের জন্য প্রস্তুতি নেব। এখন আমরা মূলত টেস্ট নিয়েই চিন্তা করছি।'

ধোনির ফোনকলে জীবন বদলে গেছে ব্রাভোর!

আওয়াজবিডি ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভো। তবে গত বছরের ডিসেম্বরে তিনি আইপিএল থেকেও অবসরের ঘোষণা দেন। এরপর তিনি দীর্ঘদিন ধরে খেলা চেন্নাই সুপার কিংসের কোচিং প্যানেলে যুক্ত হন। সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ পঞ্চম আইপিএল শিরোপা জিতেছে চেন্নাই। ক্যাপ্টেন কুল মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে এই শিরোপা ওঠার পেছনে ভূমিকা আছে ব্রাভোরও। তবে ধোনির প্রতি তিনি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। চেন্নাইয়ের শিরোপা জয়ের মঞ্চে বেশ ভালো ভূমিকা ছিল বোলারদের। সেখানে তাদের কোচিংয়ের দায়িত্ব ব্রাভো ভালোভাবেই সামলেছেন। তবে ব্রাভোকে এই দায়িত্বে আনার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল ধোনির। তিনি চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং প্রধান কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংকে রাজি করান। সেটা উল্লেখ করে ধোনির ফোনকলই জীবন বদলে দিয়েছে বলে দাবি করেন ব্রাভো। ইনস্টাগ্রামে অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে দেওয়া বড় একটি পোস্টে সাবেক এই উইন্ডিজ অলরাউন্ডার বলেন, 'কোন জায়গা থেকে শুরু করব? এক বছর আগে সিএসকে থেকে অবসর ঘোষণা করে বিষাদে ডুবে গিয়েছিলাম। যা সফল এক আইপিএল ক্যারিয়ারের আনন্দও গ্রাস করেছিল। আর অবসরের সিদ্ধান্তের পরই ধোনি এবং স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কাছ থেকে ফোন পাই। যা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। ওরাই আমাকে সাপোর্ট স্টাফে যোগ দিতে রাজি করান।' নিজের পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, 'ধোনি-ফ্লেমিংয়ের কাছ থেকে অফার পেয়ে ঠিক করে নিই, আমার ক্যারিয়ারের পরবর্তী গতিপথ কী হবে! বরাবরই আমার ভাবনা ছিল ঈশ্বরের দয়ায় ক্রিকেটার হিসেবে যা শিখেছি, তা অন্যদের সঙ্গেও ভাগ করে নিতে পারি। আইপিএলে সেরা দলের কোচ হতে পারাটা ভাগ্যের বিষয়।' ২০১১ সাল থেকে চেন্নাইয়ের জার্সিতে খেলেছেন এই ক্যারিবীয় তারকা। ১৬১ আইপিএল ম্যাচে তিনি ২২.৬১ গড়ে ১৫৬০ রান করেছেন। সেইসঙ্গে আইপিএলে তিনি শিকার করেছেন ১৮৩ উইকেট।

কোচিংয়ের প্রস্তাব দেবে বিসিবি, অপেক্ষায় আশরাফুল

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সম্প্রতি লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স সম্পন্ন করে বাংলাদেশে ফিরেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এই কোর্স সম্পন্ন করেছেন দেশের ক্রিকেটের এই প্রথম সুপারস্টার। আবুধাবিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) এই কোর্সের আয়োজন করেছিল। সেখানে আশরাফুলদের প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুলও।

বাংলাদেশ ক্রিকেটকে বিশ্বমঞ্চে প্রথম ভালোভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আশরাফুলের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তবে তিনি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিতে পারেননি। একইভাবে সম্ভব হয়নি ঘরোয়া ক্রিকেটকেও আনুষ্ঠানিক বিদায় বলার। বয়স বেড়ে এখন ৩৯ চলছে, ফলে ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিয়ারও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ কম। তাই তো পড়ন্ত বেলায় ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোচিংয়ের দিকে মনোযোগ অ্যাশের।

আশরাফুল তো আইকন ছিল, খুব জনপ্রিয় ক্রিকেটার। ওর মতো একজন খেলোয়াড় যদি কোচিংয়ে আসে, তাহলে সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যই ভালো। খেলোয়াড়রা উৎসাহিত হবে এবং সেও প্রাপ্য সম্মান পাবে। ওকে যদি কাজে লাগাতে পারলে, সেটি দেশকেই উপকৃত করবে।

বিসিবি পরিচালক আকরাম খান

কোচিং কোর্স সম্পন্ন করা আশরাফুলকে দেশের ক্রিকেটে কাজে লাগানোর কথা ভাবছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আপাতত সাবেক এই টাইগার অধিনায়ককে তারা বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) ইউনিটের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেওয়ার কথা রয়েছে। ঢাকা পোস্টকে এমনটাই নিশ্চিত করেছেন বিসিবি পরিচালক ও এইচপির ভাইস চেয়ারম্যান আকরাম খান।

বিসিবি পরিচালক আকরাম খান

আইসিসি ট্রফিজয়ী এই অধিনায়ক বলেছেন, 'আশরাফুল তো আইকন ছিল, খুব জনপ্রিয় ক্রিকেটার। ওর মতো একজন খেলোয়াড় যদি কোচিংয়ে আসে, তাহলে সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যই ভালো। খেলোয়াড়রা উৎসাহিত হবে এবং সেও প্রাপ্য সম্মান পাবে। ওকে যদি কাজে লাগাতে পারলে, সেটি দেশকেই উপকৃত করবে।'

আশরাফুল বলছেন, 'আগে প্রস্তাব দিক, তারপর তা নিয়ে ভাবা যাবে। তবে এখনও কোচিংয়ের চিন্তা করিনি, কারণ এই সিজনেও খেলার ইচ্ছা রয়েছে। দেখা যাক উনারা আগে প্রস্তাব দিক, এখন তো ফ্রি আছি; এই সময়ে কাজ নেই। কোচিং করানোর জন্যই কোর্স করেছি।'

আকরামের ইচ্ছা যেভাবেই হোক আশরাফুলকে কাজে লাগানোর। এমনকি তাকে কোচ করার ব্যাপারে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করবেন বলেও নিশ্চিত করেছেন তিনি, 'দুর্জয়ের (এইচপি চেয়ারম্যান নাইমুর রহমান দুর্জয়) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমরা বোর্ড মিটিংয়ে আলাপ করে তাকে প্রস্তাব দেব। বাংলাদেশের প্রথম আইকন সে। চেষ্টা করব তাকে রাখার, এইচপি ও ডেভেলপমেন্ট আছে; এ নিয়েও দুর্জয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কোচ হিসেবেই থাকবে আরকি, যেভাবেই হোক ওকে আমরা কাজে লাগাব।'

এদিকে বিসিবির প্রস্তাব এলে রাজি হবেন কিনা, মোহাম্মদ আশরাফুলের কাছে সেই বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়। ঢাকা পোস্টকে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। কোচিং করানোর বিষয়ে শুধু জানালেন আগে তার কাছে প্রস্তাবটা আসুক, তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। আশরাফুল বলছেন, 'আগে প্রস্তাব দিক, তারপর তা নিয়ে ভাবা যাবে। তবে এখনও কোচিংয়ের চিন্তা করিনি, কারণ এই সিজনেও খেলার ইচ্ছা রয়েছে। দেখা যাক উনারা আগে প্রস্তাব দিক, এখন তো ফ্রি আছি; এই সময়ে কাজ নেই। কোচিং করানোর জন্যই কোর্স করেছি।'

দুবাইতে লেভেল-থ্রি কোচিং সম্পন্ন করার কারণে আশরাফুল কোচিং করাতে পারবেন সব ক্ষেত্রেই। জুনিয়র ক্রিকেট থেকে শুরু করে জাতীয় দল, সব পর্যায়ে কোচিং করানোর সুযোগ থাকছে সাবেক এই অধিনায়কের। সেই সুযোগটাই তাকে প্রথমে দিতে চায় বিসিবি। সম্প্রতি বিসিবি এইচপির প্রধান কোচ হিসেবে ডেভিড হেম্পকে নিয়োগ দিয়েছে। সেই কোচিং প্যানেলেই এবার আশরাফুলকে যুক্ত করতে চাচ্ছে বিসিবি।

আশরাফুলকে কোচ করার বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করবেন বলেও নিশ্চিত করেছেন আকরাম খান, 'দুর্জয়ের (এইচপি চেয়ারম্যান নাইমুর রহমান দুর্জয়) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমরা বোর্ড মিটিংয়ে আলাপ করে তাকে প্রস্তাব দেব। বাংলাদেশের প্রথম আইকন সে। চেষ্টা করব তাকে রাখার, এইচপি ও ডেভেলপমেন্ট আছে; এ নিয়েও দুর্জয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কোচ হিসেবেই থাকবে আরকি, যেভাবেই হোক ওকে আমরা কাজে লাগাব।' ৩৮ বছর বয়সী আশরাফুল আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সবমিলিয়ে ২৬১টি ম্যাচে ৬৬৪১ রান করেছেন। যেখানে ৯টি সেঞ্চুরির পাশাপাশি রয়েছে ৩০টি হাফসেঞ্চুরি। ৬১ টেস্টে ৬টি সেঞ্চুরি ও ৮টি ফিফটিতে ২৭৩৭ রান, ১৭৭ ওয়ানডেতে ৩টি সেঞ্চুরি ও ২০টি ফিফটিতে ৩৪৬৮ রান এবং ২৩টি টি-টোয়েন্টিতে ৪৫০ রান করেছেন আশরাফুল। সংক্ষিপ্ত এই ফরম্যাটে তিনি করেছেন ২টি ফিফটি। ২০০১ সালে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করা এই ব্যাটার সবশেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০১৩ সালের ৮ মে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে শুরু, এরপর আশরাফুল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বশেষ জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন।

১০ বছরের আক্ষেপ ঘোচাতে পারবে ভারত?

আওয়াজবিডি ডেস্ক: আগামী ৭ জুন থেকে ইংল্যান্ডের ওভালে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে শিরোপার জন্য লড়বে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ, সপ্তাহ ঘুরলেই আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই শুরু। গতবার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারতে হয় ভারতীয় দলকে। এবার তাই খালি হাতে দেশে ফিরতে রাজি নন রোহিত শর্মারা। ভারত সবশেষ আইসিসি শিরোপা জিতে ২০১৩ সালে। এরপর দশ বছরে এখনও পর্যন্ত আর কোনো শিরোপা ঝুলিতে ভরতে পারেনি তারা। বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে নক আউট পর্বেই বাদ পড়ে যায় তারা। বড় ম্যাচে মানসিক ভাবে চাপ নিতে না পারাই এর কারণ বলে মনে করেন অনেকে। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় ভিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত। এরপর ২০১৯ ওডিআই বিশ্বকাপে সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে এবং ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় তারা। শিরোপার লড়াইয়ে না টিকে থাকতে পারার পেছনে ভারতীয় দলের দক্ষতা ও সামর্থ্যের কমতি দেখছেন না সাবেক ক্রিকেটাররা।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক খেলোয়াড় ম্যাথু হেয়ডেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'ম্যাচের ফলাফল কি হবে তা নিয়ে ভেবো না, নিজের সেরাটা দিয়ে খেলে যাও।'

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচ বাংলাদেশে হতে পারে

আওয়াজবিডি ডেস্ক:

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বলেছে, সরকার অনুমতি না দিলে আমরা বিশ্বকাপের জন্য অক্টোবরে ভারতে দল পাঠাব না। পাকিস্তান সরকার যদি ভারতে বিশ্বকাপ খেলার অনুমতি না দেয়, সেক্ষেত্রে বিকল্পও ভেবে রেখেছে পিসিবি। তখন পাকিস্তান তাদের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো বাংলাদেশ বা অন্য কোনো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চাইবে বলে জানা গেছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত আইসিসি। বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারতে না যাওয়া কিংবা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চাওয়ার বিষয়টি ভাবনা বাড়াচ্ছে ক্রীকেটের এই সংস্থাকে। আর ঠিক সেই কারণেই ১৫ বছর পর পাকিস্তান সফরে গেছেন আইসিসি সভাপতি গ্রেগ বার্কলে ও প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডাইস। সফরে পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে কথা উঠে। পাকিস্তানের এক গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি স্পষ্ট ভাষায় আইসিসি সভাপতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান সরকার যদি অনুমতি দেয় তবেই বিশ্বকাপ খেলতে তারা ভারত সফরে যাবে।

অন্যদিকে, ভারতের গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, 'আইসিসি সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী পাকিস্তান সফরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যাতে ঢাকায় না হয়, সেজন্য সমাধান খুঁজবেন। কারণ তেমনটি হলে শুধু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না, আইসিসির ওপরও পড়বে।'

CORE
MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
আমাদের সেবা সমূহ:
Late Payments
Repossessions
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
TAX Liens
Bankruptcy
Debt Settlement / Debt Elemination
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Specialist
Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

কাবাঘর নির্মাণের ইতিহাস এবং তার মাহাত্ম্য

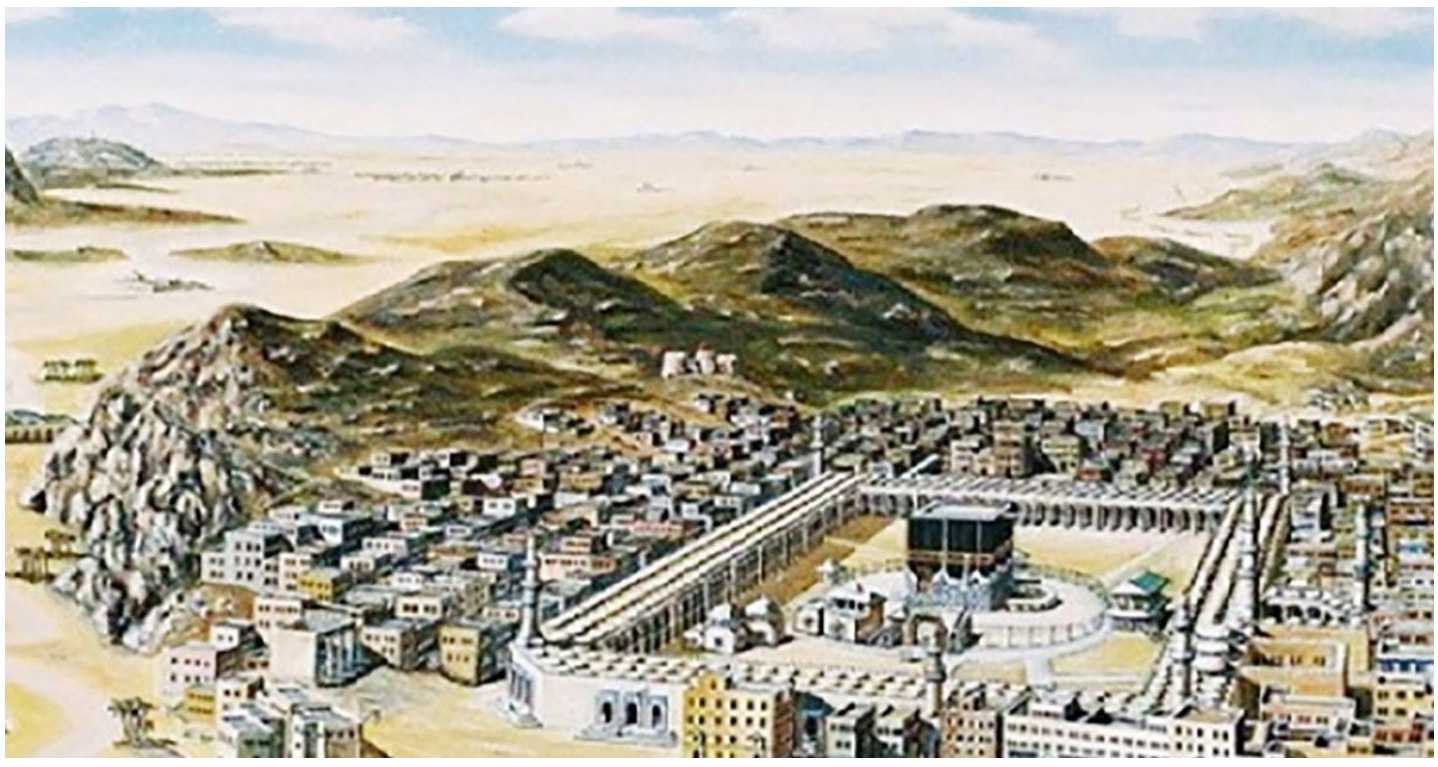

ধর্ম ডেস্ক: দুনিয়ার সপ্তম আশ্চর্যের যারা আবিষ্কারকর্তা, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ঘর কাবাকে এ তালিকায় স্থান দেননি। বস্তুত কাবাঘরের সৌন্দর্যও অপরূপ রূপের, যা হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে মানুষকে আকর্ষণ করে রেখেছে। প্রতিটি বছর আর কোনো স্থাপনাকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি মানুষের আবর্তনের ঘটনা দুনিয়ায় আর একটিও নেই।

এ ঘরের অনেক নাম রয়েছে। প্রথমত কাবা, যার অর্থ 'সম্মুখ' বা 'সামনে'। আর একটি রয়েছে বায়তুল্লাহ, এর অর্থ আল্লাহর ঘর। একে হারাম শরিফও বলা হয়। কারণ এখানে যেকোনো প্রকার গুনাহ এবং যাবতীয় নাজায়েজ কাজ হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধও এখানে নিষেধ।

ইবনে কাসির হাদিস শরিফ বায়হাকির উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, রাসুলে পাক (সা.) বলেছেন, 'আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়া দুনিয়ায় আগমনের পর আল্লাহতাআলা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাদের কাবাঘর নির্মাণের আদেশ দেন। ঘর নির্মিত হয়ে গেলে তাদের তা তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।' এ সময় আল্লাহ দুনিয়ার প্রথম নবী আদম (আ.)-কে বলেন, 'হে আদম আপনি দুনিয়ার প্রথম মানুষ এবং এ গৃহ মানবজাতির জন্য প্রথম ঘর।' (তাফসির ইবনে কাসির)।

মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলবি তার কিতাবে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, আল্লাহতাআলা যখন আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়েছেন, তখন তার সঙ্গে আল্লাহ তার নিজের ঘরও নামিয়েছেন এবং বলেছেন, 'হে আদম, আমি আপনার সঙ্গে আমার নিজের ঘরও নামাচ্ছি। দুনিয়ায় এর তাওয়াফ করা হবে, যেমনটা আমার আরশে এর তাওয়াফ করা হয় এবং এর দিকে ফিরে এমনভাবে নামাজ পড়া হবে যেমন আমার আরশের দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয়ে থাকে।' (ফাজায়েলে হজ, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, দ্বীনি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৪৪০ হিজরি, পৃষ্ঠা ৮)।

কাবাঘরের এ স্থাপনা হজরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু নূহের যুগে যে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়, তাতে কাবাঘরের এ স্থাপনাও বিধ্বস্ত হয়। পরে হজরত ইব্রাহিম (আ.) প্রাচীন ভিত্তির ওপরই এ গৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। মুফতি শাফি (র.) তার পবিত্র কোরআন তাফসির কিতাবে লিখেছেন, 'ইব্রাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.) কাবার প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেননি, বরং আগের ভিতের ওপরই কাবাঘর পুনর্গঠন করেন।' (পবিত্র কোরআনুল করিম, মুফতি শাফি (র.) তাকসিরকৃত, কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদিনা, ১৪১৩ হি. পৃষ্ঠা ১৮৮)। সুরা হজেও উল্লিখিত হয়েছে, 'যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবাঘরের স্থান ঠিক করে দিলাম।' (সুরা হজ, আয়াত : ২৬)। এ থেকে আলেমরা সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, কাবাঘরের জায়গা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। কোনো কোনো কিতাবে বলা হয়েছে, ইবারাহিম (আ.)-কে কাবাঘর নির্মাণের আদেশ দেয়ার পর ফেরেশতাদের মাধ্যমে বালুর স্তূপের নিচে পড়ে থাকা কাবাঘরের পূর্বের ভিতকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়।

পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধসে গেলে কাবার পাশে বসবাসকারী জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনর্নির্মাণ করেন। এভাবে কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কোরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে মহানবী (সা.)-ও শরিক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসাওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগে কোরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্রাহিম (আ.)-এর মূল ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমত, একটি অংশ এর 'হাতিম' কাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, ইব্রাহিম (আ.)-এর নির্মাণে কাবা গৃহের দরজা ছিল দুটি, একটি প্রবেশের জন্য এবং অন্যটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কোরাইশরা শুধু পূর্ব দিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়ত, তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে, যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয়, সে-ই যেন প্রবেশ করতে পারে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার হজরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, 'আমার ইচ্ছা হয়, কাবাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে ইব্রাহিমের নির্মাণের অনুরূপ করে দিই। কিন্তু কাবা গৃহ ভেঙে দিলে নতুন মুসলিমদের মনে ভুল-বোঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।' হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের পর যখন মক্কার ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি ওপরে ওই ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কাবাঘরের নির্মাণ ইব্রাহিম (আ.)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। মাওলানা আমিনুল ইসলাম তার তাফসির কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের এ সংস্কারকাজ ৬৪ হিজরির ২৭ রমজানে শেষ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। (তাফসিরে নূরুল কোরআন, আলবালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৪৫)।

কিন্তু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত আমলের কোরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই পুনর্নির্মাণ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোনো কোনো বাদশাহ উল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী কাবাঘরকে ভেঙে আবার নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হজরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) ফতোয়া দেন যে, 'এভাবে কাবাঘরের ভাঙাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কাবাঘর তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত।' গোটা মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে। মাওলানা আমিনুল ইসলাম তার তাফসির কিতাবে লিখেছেন, 'কোশাই বিন কিলাব নামে একজন কাবাঘরের সংস্কার করেছিলেন এবং তিনি প্রথম কাবাঘরকে গিলাফ দ্বারা আবৃত করেন।' (তাফসিরে নূরুল কোরআন, প্রথম খণ্ড, আলবালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৪৪)।

কাবাঘর বানানোর পর আল্লাহতাআলা এ ঘর এবং এ ঘরের চারপাশকে 'নিরাপদ' বলে ঘোষণা করেন:

১. 'ওরা কি দেখে না আমি কাবাঘরের চারপাশ যা হারাম শরিফ বলে পরিচিত, তাকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছি।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৭)।

২. ইব্রাহিম (আ.)-ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ, মক্কাকে নিরাপদ শহর করে দিন।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১২৬)।

৩. 'যে কেউ কাবাঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।' (সুরা আল-ই-ইমরান, আয়াত: ৯৬-৯৭)।

৪. 'মসজিদ-উল-হারামের কাছে (কাবার কাছে) যুদ্ধ করো না।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯১)।

৫. 'আমার ঘরকে পবিত্র রেখো।' (সুরা হজ, আয়াত: ২৬)।

৬. 'আমি কাবাঘরকে মানুষের মিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল হিসেবে তৈরি করেছি।' [সুরা বাকারা, আয়াত: ১২৫)।

তাই কাবাঘর হলো দুনিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ নিরাপদ স্থান। দুনিয়ায় এ রকম আরেকটি দৃষ্টান্তও নেই। এটি ইমানদারদের জন্য একটি মিলনক্ষেত্র এবং আশ্রয়স্থলও। তবে যারা অবিশ্বাসী, ইমানহীন এবং আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, আল্লাহর অংশীদার বানায়, তারা কাবাঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। (সুরা তওবা, আয়াত: ২৮)।

কয়লা সংকটে আগামীকাল

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারাদেশে বিদ্যুৎ সংকটের কারণে মানুষ কষ্টে আছে কিন্তু সংকট সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে জাতীয় গ্রিডে দেড় হাজারেরও বেশি লোডশেডিং রয়েছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, লোডশেডিংয়ের কারণে বিএনপি যদি আন্দোলন করতে পারে সরকার বাধা দেবে না। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে। দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে ক্ষমতায় এনেছে আবারও জাতীয় নির্বাচনে যদি দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট না দেয় তাহলে আমরা ক্ষমতায় থাকবো না। এসময় সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. সবুর খানসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মে মাসে রেমিট্যান্স কমেছে

ব্যাংকাররা বলেন, দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের সংকট থাকার কারণে অনেক ব্যবসায়ী হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশি উৎস থেকে ডলার সংগ্রহ করছে। এছাড়া খোলাবাজারের তুলনায় ডলারের দাম কম থাকায় রেমিট্যান্স কম এসেছে বলে জানান তারা।

বর্তমানে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে ১০৮.৫০ পয়সার সঙ্গে ২% প্রণোদনা পাচ্ছে। যদিও দেশের খোলাবাজারের বর্তমান ক্যাশ ডলার রেট ১১১-১৩ টাকা। এছাড়া বিদেশের মার্কেটে ক্যাশ ডলার ১১৫-১৬ টাকা পাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেমিট্যান্স সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা টিবিএসকে জানান, দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের সংকট রয়েছে। এর মধ্যে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী মার্কেটে ডলার না পেয়ে বিদেশি হুন্ডি মার্কেট থেকে ডলার সংগ্রহ করেছে যার কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স কম আসছে।

গরীব-ধনী সবার জন্য

সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম,শিক্ষামন্ত্রী দিপু মনি, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসন,জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অর্থমন্ত্রীকে সহায়তা করেন।

মুস্তফা কামাল বলেন, আগামী অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব। তিনি বলেন, গত ৫ বছর ধরে যেসব পদক্ষেপ বা প্রাক্কলন গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। যেটা বাদ আছে সেটা আগামীতে করা হবে।

তিনি জানান, ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ যখন ক্ষমতায় আছে তখন রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, এখন সেটা বেঁড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। তাহলে আমরা যেখানে এখনও পৌঁছাতে পারেনি, সেখানে পৌঁছাতে পারবো।

এক প্রশ্নের উত্তরে জানান অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা ধীরে ধীরে কর্মসংস্থান তৈরি করছি। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিখাতেও উল্লেখ করার মত কর্মসংস্থান হয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম জানান, ২০০৯ সালে আওয়ামীলগ ক্ষমতায় এলে তখন দেশে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭৩ লাখ। এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ১১ লাখ।এ সময়ে প্রায় ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে এনবিআরের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করযোগ্য নয় এমন ব্যক্তিদের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।তবে টিআইএন সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যেমন আমদানি-রপ্তানিকারক কিংবা বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন। গরীব মানুষের জন্য কিন্তু টিআইএন বাধ্যতামূলক নয়।

প্রস্তাবিত বাজেটে কর্পোরেট করহার না কমানোর বিষয়ে তিনি জানান, গত কয়েকবছর ধরে ক্রমান্বয়ে কর্পোরেট করহার কমানো হচ্ছে। গত তিন বছর ২.৫ শতাংশ হারে কমাতে কমাতে কর্পোরেট করহার বর্তমানে ২৭ শতাংশে চলে এসেছে। আরও কমালে রাজস্ব আহরণের জায়গা সংকোচিত হয়ে যায়। দেশের স্বার্থে সেটি করা ঠিক উচিত হবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার পুঁজিবাজারের বিষয়ে বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে পুঁজিবাজারের বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কোন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ না থাকলেও বাজার গতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার সেটি নিয়মিত করে যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী। প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

রিটার্ন দাখিলে দিতেই হবে

এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ২৩তম ও বাংলাদেশের ৫২ তম বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেট ২৬ জুন অনুমোদন হবে আর ১ জুলাই থেকে নতুন অর্থবছর শুরু হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। বিশাল এ বাজেটের ঘাটতি ২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা। আর অনুদান ছাড়া ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা।

কলমে বসবে কর

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা। অনুদান ছাড়া ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ।

প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ঠিক করা হয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ।

বাজেটে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর ভরসা করছে সরকার।

প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। করবহির্ভূত ও অন্যান্য আয়ের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকা। কর ছাড়া প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। বৈদেশিক অনুদান থেকে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা।

বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ (অনুদান ছাড়া) দুই লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা।

ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হবে এক লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হবে এক লাখ দুই হাজার ৪৯০ কোটি টাকা।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঋণ নেওয়া হবে ব্যাংক খাত থেকে। যার পরিমাণ ধরা হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। এছাড়া সঞ্চয়পত্র থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে ৫ হাজার ১ কোটি টাকা নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার।

এবারের বাজেট আওয়ামী লীগ সরকারের ২৩তম আর বাংলাদেশের ৫২তম বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেট আগামী ২৬ জুন অনুমোদন করা হবে। তার আগে বাজেট নিয়ে সংসদে ৪০ ঘণ্টা আলোচনা হবে। ১ জুলাই থেকে নতুন অর্থবছর শুরু হবে। নতুন অর্থবছর চলবে নতুন বাজেটের বরাদ্দ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী।

দুর্নীতি রোধ ও টাকা পাচার

অব্যাহত রাখা ও একাধিক মুদ্রা বিনিময় হার থেকে সরে আসার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনীতির অন্তর্নিহিত মরণব্যাধি দুর্নীতি ও অব্যাহত মুদ্রাপাচারের বিষয়টিকে নির্বিকার এড়িয়ে গেলেন। অথচ সরকারের অজানা নয়, দেশে যদি মধ্যম মাত্রায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতো তাহলে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ২-৩ শতাংশ বেশি হতো ও জনগণের জন্য অর্থবহ হতো। অন্যদিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রাক্কলন অনুযায়ী বছরে গড়ে বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে কমপক্ষে ১২ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ। দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিশাল দুষ্টচক্রকে নিয়ন্ত্রণের দিকনির্দেশনাহীন বাজেট যে আরও দুর্নীতি ও অর্থপাচার সহায়ক হবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

টিআইবির বিবৃতিতে বলা হয়, পাচার করা অর্থ বিনা প্রশ্নে ফেরত আনতে বিগত বাজেটে দেওয়া অনৈতিক সুবিধার মেয়াদ আর না বাড়ানোর চিন্তাকে দেরিতে হলেও সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে, প্লট ও ফ্ল্যাটে বিনিয়োগে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত না রাখার আহ্বান জানাচ্ছে টিআইবি।

কালো টাকা সাদা করার অসাংবিধানিক, বৈষম্যমূলক ও দুর্নীতিসহায়ক সুযোগ যেন নতুন করে আয়কর আইনে স্থান না পায় এমন আহ্বান জানিয়ে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, বার বার সুযোগ দিয়েও কোনো সরকারই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাজস্ব আদায় করতে পারেনি। বরং এর মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ কালো টাকার মালিকদেরই শুধু সুরক্ষা দেওয়া গেছে। বাস্তবে দুর্নীতির গভীরতার বিস্তারে অবদান রেখেছে। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের নৈতিক ভিত্তি দুর্বলতর হয়েছে। তাই এই সুযোগটি যেন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে আবারও না দেওয়া হয় সে ব্যাপারে সরকার দৃঢ়তা দেখাবে এমনটাই প্রত্যাশা।’

টিআইবি বলছে, দুর্নীতির বৈষম্যমূলক প্রভাবে দেশে ক্রমবর্ধমান আয়-বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং ভর্তুকি বরাদ্দের ব্যয় ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও প্রস্তাবিত বাজেট ন্যায্যতা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আয়হীন ও নিম্ন আয়ের মানুষ যতটা চাপে রয়েছে সে তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বা সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়েনি। ভাতার পরিমাণও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামমাত্র বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলেও বাস্তবে তা কোনোভাবেই অর্থবহ হবে না।

আবার সরকার বাজেটে সাড়ে ৮৪ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি ও প্রণোদনা ব্যয়ের যে প্রস্তাবনা রেখেছে সেখানে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকাই রাখা হয়েছে জনপ্রশাসনের জন্য।

সামাজিক নিরাপত্তায় ভর্তুকি ও প্রণোদনা মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকা। টিআইবি প্রত্যাশা করে বাজেট পাসের আগেই এসব ক্ষেত্রে সরকার ন্যায্যতা বিধান করবে। বিশেষ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নির্ভর সুশাসন এবং দুর্নীতি ও অর্থপাচার নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পথরেখা বাজেটের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করবে।

আওয়াজবিডি ডেস্ক: করোনা মহামারির বিশাল ধাক্কা। মানুষের স্বস্তি ফেরার আগেই শুরু হয়ে গেল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। জোড়া বিপর্যয়ে বিশ্ব যেমন ধুঁকছে, বাদ যায়নি বাংলাদেশও। অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছে করোনার সময়। এরপর যুদ্ধের ডামাডোলে পড়ে বেড়ে গেল নিত্যপণ্যের দাম। বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে নাভিশ্বাস অবস্থা অনেকের। এই যখন অবস্থা, তখন স্বস্তির বদলে আরও বড় অস্বস্তি নিয়ে আসছে বাজেট। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট সংসদে পেশ হবে আগামী বৃহস্পতিবার। জানা যাচ্ছে, নির্বাচনের বছর হওয়ার পরও নতুন বাজেটে কর আদায়ে কঠোর হচ্ছে সরকার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) করছাড় কমিয়ে আর বিভিন্ন খাতে করহার বাড়িয়ে জাল এমনভাবে বিছিয়ে দিচ্ছে যে এর রেশ আরেক দফা পড়বে ভোক্তার ঘাড়েই। জানা যাচ্ছে, আয় না থাকলেও দিতে হবে ন্যূনতম আয়কর, সেটাও দিতে দেরি করলে জরিমানা হবে দ্বিগুণ। জমি ও ফ্ল্যাট বিক্রিতে দ্বিগুণ হারে গেইন ট্যাক্স দেওয়ার বিধান আসছে। মোবাইল ফোনসেট কিনলে যেমন বেশি খরচ করতে হবে, তেমনি বিদেশ থেকে আনা ফ্রিজ, ফ্যান, এলপিজি সিলিন্ডারেও গুনতে হবে অতিরিক্ত শুল্ক। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে কমবে করছাড়, একের বেশি গাড়ির মালিক হলে কার্বন কর দিতে হবে। প্লাস্টিকের বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্যে যেমন খরচ বাড়বে, তেমনি ব্যয়বহুল হবে নির্মাণসামগ্রীও। কারণ, ইট, রড, সিমেন্টেও ভ্যাটের হার বাড়ছে। করদাতা খুঁজতে এজেন্ট নিয়োগ দেবে সরকারকরদাতা খুঁজতে এজেন্ট নিয়োগ দেবে সরকার এনবিআরের কর্মকর্তারা জানান, কর আদায়ে এমন আরও অনেক বিধান আসছে নতুন অর্থবছরে। বিশ্লেষকেরা জানান, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে যতই কৌশল করা হোক না কেন, বেলা শেষে বাড়তি এই করের বোঝা পড়বে সাধারণ ভোক্তার ঘাড়েই। জানা যায়, নির্বাচনের বছরে ৭ লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকার বড় বাজেটে থাকছে খরচের বিশাল বহর। এ খরচ মেটাতে বিভিন্ন খাতে বাড়তি কর বসিয়ে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা আদায়ের পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রীর, যা বাস্তবায়ন করতে অন্তত ৩৬ শতাংশ হারে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হতে হবে। অথচ চলতি অর্থবছরেই ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যপূরণে হিমশিম খাচ্ছে এনবিআর। রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি কোনোভাবেই ১০ শতাংশের ওপরে তোলা যাচ্ছে না। গবেষণা সংস্থা পিআরআই বলছে, অর্থবছর শেষে প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি থাকবে।

লক্ষ্যমাত্রায় স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ধরে আরও অন্তত ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি আদায়ের প্রস্তাব থাকবে বাজেটে। আর এত বিরাট রাজস্ব আয়ের জন্যই এনবিআরের বাড়তি করের ছক। পয়লা বৈশাখ থেকে ভূমিকর পুরোপুরি অনলাইনেপয়লা বৈশাখ থেকে ভূমিকর পুরোপুরি অনলাইনে এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম গতকাল রোববার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আসলে আয়কর বাড়াতে হবে। সবারই কিছু না কিছু আয়কর দেওয়া উচিত।’

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, আসছে বাজেটে প্রথমবারের মতো আয় না থাকলেও ন্যূনতম ২ হাজার টাকা করের বিধান রাখা হচ্ছে। কেউ যদি কোনো সেবা পাওয়ার জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন, অথচ তাঁর করযোগ্য আয় নেই, তখন এ টাকা কর দিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে এটা স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে।

জানা যায়, অন্তত ৮ লাখ করদাতার করযোগ্য আয় নেই। তাঁদের কাছ থেকে নতুন অর্থবছরে ১৬০ কোটি টাকার বাড়তি কর আদায়ের চিন্তা নতুন বাজেটে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আয় নেই, এটা বলা যাবে না। কিছু না কিছু আয় থাকে।’

মাংস বেচে লাভ ‘নেই’, কর কমাতে এনবিআরকে মন্ত্রীর চিঠিমাংস বেচে লাভ ‘নেই’, কর কমাতে এনবিআরকে মন্ত্রীর চিঠি নতুন অর্থবছরে দেরিতে রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। তবে এর জন্য দ্বিগুণ হারে জরিমানা দিতে হবে। বর্তমানে দেরিতে রিটার্ন জমা দিলে প্রদেয় করের ২ শতাংশ জরিমানা দিতে হয়। আসছে অর্থবছরে তা দিতে হবে ৪ শতাংশ হারে।

এ বিষয়ে এনবিআরের আয়কর নীতির সাবেক সদস্য ড. সৈয়দ আমিনুল করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চাপ কিছুটা হবে। বিশেষ করে যাঁদের আয় নেই, তাঁরা রিটার্ন দিলে ন্যূনতম কর তাঁদের জন্য বোঝা হবে।’

জমি ও ফ্ল্যাট বিক্রির ক্ষেত্রে গেইন ট্যাক্স দ্বিগুণ হচ্ছে। ঢাকায় রাজউক ও চট্টগ্রামের সিডিএর আওতায় জমি ও ফ্ল্যাটের নিবন্ধনে গেইন ট্যাক্স ৪ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ করা হচ্ছে। আর দেশের অন্য এলাকার ক্ষেত্রে তা ৩ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ হচ্ছে।

কুকুর পুষলে দিতে হবে কর, প্রাণীরা আশ্রয়হীন হওয়ার শঙ্কাকুকুর পুষলে দিতে হবে কর, প্রাণীরা আশ্রয়হীন হওয়ার শঙ্কা

নতুন অর্থবছরে দেশে তৈরি মোবাইল ফোনসেটে খরচ বাড়বে। এসব ফোন তৈরি ও সংযোজনে ভ্যাট আর কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক বাড়ানো হতে পারে। ভ্যাটের বিদ্যমান হার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হতে পারে। কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হতে পারে।

এলপিজি সিলিন্ডারের খরচও বাড়বে। এলপিজি তৈরির কাঁচামালে শুল্ক বাড়তে পারে, সঙ্গে ভ্যাট। বিদ্যমান শুল্ক ৩ শতাংশ বাড়িয়ে ৫ শতাংশ আর বিদ্যমান ৫ শতাংশ ভ্যাট বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হতে পারে। বিদেশ থেকে আমদানি করা ফ্রিজ, ফ্যান ও এস্কেলেটরেও খরচ বাড়বে। এস্কেলেটর তৈরির কাঁচামালের শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব থাকতে পারে বাজেটে। বর্তমানে তা ৬ থেকে ১১ শতাংশ।

পুঁজিবাজারের সেকেন্ডারি মার্কেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে কর রেয়াত কমতে পারে। এতে কিছু সুবিধা হারাতে পারেন বিনিয়োগকারীরা। বর্তমানে করদাতারা তাঁদের করযোগ্য আয়ের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পুঁজিবাজার, ডিপোজিট সঞ্চয় স্কিম (ডিপিএস) ও জীবনবিমায় বিনিয়োগ করে ১৫ শতাংশ কর রেয়াত পেয়ে থাকেন। এটা আসছে অর্থবছরে তুলে দেওয়া হতে পারে।

‘তামাকে উচ্চ করারোপে বেঁচে যেতে পারে ৯ লাখ প্রাণ’‘তামাকে উচ্চ করারোপে বেঁচে যেতে পারে ৯ লাখ প্রাণ’

নতুন অর্থবছরে একের অধিক গাড়ির মালিককে কার্বন কর দিতে হতে পারে। পরিবেশদূষণ এবং যানজট ঠেকাতে এই প্রথমবারের মতো এ ধরনের কর আরোপ করতে যাচ্ছে সরকার। এ করের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। গাড়ির ইঞ্জিনক্ষমতা অনুযায়ী করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

কোমল পানীয় পান করতে হলে আসছে অর্থবছরে বাড়তি খরচ হবে ভোক্তার। কারণ, নতুন কোমল পানীয় খাতের টার্নওভার কর ৮ গুণ বাড়তে পারে। বিদ্যমান টার্নওভার কর শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হতে পারে। ধূমপায়ীদেরও সিগারেটের পেছনে সাড়ে ১২ শতাংশের বেশি খরচ হতে পারে। সঙ্গে বাড়তি ১ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্কও বসতে পারে।

নতুন অর্থবছরে ভ্রমণ করেও পরিবর্তন আসতে পারে। ভ্রমণ কর ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব থাকতে পারে। বর্তমানে গন্তব্য বিবেচনায় ৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত ভ্রমণ কর দিতে হয়। এর ফলে উড়োজাহাজে ভ্রমণে ভোক্তার খরচ বাড়তে পারে।

কর বেড়েছে সেবা বাড়েনিকর বেড়েছে সেবা বাড়েনি

নতুন অর্থবছরে সিমেন্ট, রডসহ বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রীর খরচ বাড়তে পারে, যা বাড়ি ও ফ্ল্যাটের খরচ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে ২০ টাকা ভ্যাট আরোপ হতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিকের গৃহস্থালি পণ্যের পেছনে খরচ বাড়তে পারে। আসছে অর্থবছরে প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি টেবিল ও রান্নার পাত্র, টিস্যু পেপারসহ বিভিন্ন পণ্যের ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হতে পারে।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট মীর নাসির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বৈশ্বিক ব্যাপার রয়েছে। আর্থিক খাতেও নানান বিশৃঙ্খলা চলছে। সে সময়ে বাজেটের কারণে ভোক্তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা চাপ পড়ে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের দাম সহনীয় রাখা একটা কঠিন ব্যাপার।’

বাজেটে সংকট থেকে উত্তরণের কোনও রূপরেখা নেই : ফখরুল

আওয়াজবিডি ডেস্ক: প্রস্তাবিত বাজেটে চলমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কোনও রূপরেখা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, সরকারের একজন মন্ত্রী বলেছে যে, চমৎকার বাজেট হয়েছে। অথচ আজকে নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বলছে যে, সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি নেই। নিত্যপণ্যের দামের যে ঊর্ধ্বগতি, চলমান যে সংকট... সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রূপরেখা বাজেটে নেই। টাকা কোথা থেকে আসবে? কীভাবে আসবে সেটাও বলা নেই। এটাই হলো এই সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুক্রবার (২ জুন) বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ (বিএসপিপি)। অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল বলেন, যারা ভিক্ষুক তাদেরকেও নাকি দুই হাজার টাকা আয়কর করে দিতে হবে।

এভাবে মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়ে ক্ষমতাসীনরা মেগা প্রজেক্টের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন করবে। আজকে চাল-ডাল-তেল-লবণ ও পেঁয়াজের দাম এমনভাবে বেড়েছে যে, কঠিন অবস্থা। গরিব মানুষ বলছে, সামনে কোরবানি আমাদেরও তো সাধ হয় যে, গরুর গোশত রান্না করব। কিন্তু আদা কিনবে কোথা থেকে? সুতরাং এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে। সেজন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া দেশে কোনও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সরকারকে বলব- অনেক হয়েছে আপনারা সরে যান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। না হলে দেশের মানুষ জানে কীভাবে বিদায় করতে হয়। ক্ষমতাসীনরা সবসময় বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে ও বিপক্ষে কাজ করেছে উল্লেখ করে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, দেশের কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবকিছুই তারা ধ্বংস করেছে। গণতান্ত্রিক ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। সেজন্য আমাদের লড়াই-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আগামীতেও লড়াই হবে। পেশাজীবীসহ সবাইকে আমি যার যার অবস্থান থেকে সোচ্চার হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাব। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে তার বিকল্প নেই। বিএসপিপির আহ্বায়ক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব কাদের গণি চৌধুরীর পরিচালনায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সিরাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. তাজমেরি এসএ ইসলাম, অধ্যাপক ডা. আব্দুল কুদ্দুস, ডা. একেএম আজিজুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার।

একনজরে ২০২৩-২৪

নতুন অর্থবছর মোট জিডিপির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫০ লাখ ৬ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা। উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা নিয়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি। আগামী বাজেটে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৮ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা বেশি বৈদেশিক ঋণ আগামী অর্থবছরে নেওয়া হবে। আর ঋণগ্রস্ত বেশি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য বেশি টাকা গুণতে হবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে। এছাড়া বাড়ছে সরকারের মূলধনি ব্যয়ও। আগামী অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৮৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। এছাড়া অভ্যন্তরীণ খাত থেকে নেওয়া হচ্ছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ৫ লাখ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এ আয়ের প্রধান উৎস জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে কর ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং এনবিআর বহির্ভূত কর ২০ হাজার কোটি টাকা আদায় করা হবে। এছাড়া কর ব্যতীত প্রাপ্তি (এনটিআর) আদায়ের লক্ষ্য হচ্ছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি বৈদেশিক অনুদান থেকে ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বৈদেশিক অনুদান সরকারকে পরিশোধ করতে হবে।

যেসব পণ্যের দাম কমতে পারে

মাংস, দেশীয় বৈদ্যুতিক এলইডি বাল্ব ও সুইস-সকেট, মিষ্টি জাতীয় পণ্য, অভিজাত বিদেশি পোশাক, ই-কমার্সের ডেলিভারি চার্জ ইত্যাদি।

দাম বাড়তে পারে যেসব পণ্যের

দামি গাড়ি, নির্মাণ সামগ্রী, ভূমি ও ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন, সিগারেট, বাসমতি চাল, কাজু বাদাম ইত্যাদি।

অসম্ভব জেনেও আগামী

শুধু তাই নয়, সর্বশেষ এপ্রিলে রাজস্ব আদায়ে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ শতাংশের বেশি।

তা সত্ত্বেও আগামী অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাব করা হয়েছে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি বছর ছিল ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

পিআরআই সম্প্রতি এক হিসাব করে দেখিয়েছে, এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অন্তত ৫৫ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হবে।

সেই হিসেবে আগামী বছরে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়াবে প্রায় ৩৬ শতাংশ। এত বেশি লক্ষ্যমাত্রার কারণ হিসেবে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ বলেন, “যেহেতু বড় ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, সেজন্য এনবিআর পারুক বা না পারুক তাদের উপর বিশাল আয়ের লক্ষ্য দেওয়া হয়।”

“অথচ এনবিআরের সে সক্ষমতা তৈরি হয়নি। কেন তৈরি হয়নি, তার জন্য এনবিআরকেও দায়ী করা যায় না। তার লোকবল নেই, রাষ্ট্র বিনিয়োগ বাড়ায় না– ফলে কাঙ্খিত রাজস্ব আসছে না”, যোগ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ দেওয়ার সময় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশকে বেশকিছু শর্ত দেয়, যার মধ্যে অন্যতম হলো আগামী অর্থবছরে জিডিপিতে করের অবদান ০.৫ শতাংশ বাড়ানো।

আমেরিকা না গেলে কিছু

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বে উজ্জ্বল হয়েছে। বাংলাদেশ আজকে যে গণতান্ত্রিক ধারা অর্জন করতে পেরেছে সেখানে আওয়ামী লীগসহ আমাদের সমমনা দলগুলোকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা গণতন্ত্র অর্জন করতে পেরেছি। যার ফলে আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অশুভ শক্তি যেন মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের দায়িত্ব। এজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজীর আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সালমান ফজলুর রহমান, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কামরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান প্রমুখ।

জিয়াউর রহমানের

ইমামের নিকট ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠানো ওই অফিস আদেশে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অ. দা.) তাকে অনুষ্ঠান না করতে নির্দেশ দেওয়ার পরও তিনি (ইমাম) তা অমান্য করে অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করেছেন। তিন কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ ব্যাখ্যা না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ৩০০ আসনের সীমানা নির্ধারণ করে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত গেজেটে কয়েকটি আসনে পরিবর্তন এসেছে। গত বৃহস্পতিবার ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত গেজেট শনিবার (৩ জুন)বিজি প্রেসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১-এর ধারা ৬-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে সংসদের পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক তালিকা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ওই বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৩-এর অধীন পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার বিষয়ে দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত আহ্বান করা হয়।

আরও বলা হয়, পরে নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক প্রাপ্ত দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামতের ওপর কমিশন কর্তৃক প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন উক্ত আইনের ধারা ৬-এর উপধারা (৪) অনুযায়ী দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত পর্যালোচনা করে প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত নির্বাচনী এলাকার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সংযুক্ত তপশিল মোতাবেক জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল।

ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিভ্রাটে

একই শহরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাহমিনা পারভিন শ্যামলী নিজের রেস্তোরাঁর ব্যবসা নিয়ে চিন্তিত; কারণ লোডশেডিংয়ের ফলে তিনি ঠিকমতো রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করতে পারেছেন না।

এদিকে, পিডিবি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলমান বিদ্যুৎ সংকটের কোনো আশু সমাধান নেই; কারণ জ্বালানির অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা পূর্ণ ক্ষমতায় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিচালনা করতে পারছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, “আমাদের কাছে থাকা সব বিকল্প আমরা ব্যবহার করছি। জ্বালানি ঘাটতির কারণে আমরা আমাদের প্ল্যান্টের সক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছিনা।” নজিরবিহীন সংকটে শিল্পের উৎপাদনশীলতা নেমে এসেছে অর্ধেকে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, লোডশেডিং এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির কারণে, বিভিন্ন শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা অর্ধেক কমে গেছে। গ্যাস-চালিত শিল্পগুলো তাদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সরবরাহ পাচ্ছে না; অন্যদিকে, অন্যান্য অনেক শিল্প লোডশেডিং ও ভোল্টেজের ওঠা-নামার মাঝে তাদের আংশিক উৎপাদনশীলতাও বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক মোঃ রুহুল আমিন জানান, নরসিংদীতে তার স্পিনিং মিল প্রতিদিন প্রায় ১০ ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। স্পিনিং মিলসহ ব্যবসা পরিচালনায় প্রায় ৫২ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে বিনিয়োগকারী খোরশেদ আলমের। তিনি জানান, এমন গ্যাস সংকট তিনি আগে কখনো দেখেননি। “আমার কারখানার একটি উৎপাদন লাইন ইতোমধ্যেই বন্ধ রয়েছে, অন্য ইউনিটগুলো সক্ষমতার ৩০ শতাংশে কাজ করছে,” যোগ করেন তিনি।

খোরশেদ আলম আরও বলেন, “আমরা দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ পাই।” বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, বর্তমানে এই খাতের বেশিরভাগ কারখানায় উৎপাদন গড়ে ৫০ শতাংশ ক্ষমতা নিয়ে চলছে। আবার অনেক টেক্সটাইল কারখানার উৎপাদন তাদের ক্ষমতার ৩০ শতাংশেও নেমে এসেছে। তিনি বলেন, “বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি এখন সবচেয়ে বাজে অবস্থায় আছে। এমনকি, গুলশান ও বনানীর মতো এলাকাগুলোতেও তীব্র লোডশেডিং হচ্ছে।” “বারবার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কারণে আমরা এই সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি। বর্তমানে বিদ্যুতের দাম ২০১০ সালের তুলনায় ১৬০.৪৬ শতাংশ বেশি,” বলেন মোহাম্মদ আলী খোকন।

ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বাংলাদেশ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে দৈনিক ১৫,৫০০ থেকে ১৬,০০০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে ২৪,১৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু দেশে উৎপাদন হচ্ছে ১৪,০০০ থেকে ১৪,৫০০ মেগাওয়াটের মতো। ফলে চাহিদার তুলনায় দৈনিক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ মেগাওয়াট। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ। এরই মাঝে দেশজুড়ে ঘন ঘন লোডশেডিং অতিষ্ট করে তুলছে জনজীবন। জানা যায়, জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সক্ষমতার চেয়ে কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন করায় দেশজুড়ে আবারও লোডশেডিং দেখা দিয়েছে। তীব্র গ্যাস সংকটের পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে দেশের শিল্প, কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে দৈনিক ১৫,৫০০ থেকে ১৬,০০০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে ২৪,১৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু দেশে উৎপাদন হচ্ছে ১৪,০০০ থেকে ১৪,৫০০ মেগাওয়াটের মতো। ফলে চাহিদার তুলনায় দৈনিক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ মেগাওয়াট। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কম উৎপাদনের কারণে বিতরণ কোম্পানিগুলো এলাকাভিত্তিক লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুতের এই ঘাটতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি দেশজুড়ে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ জনগণ। কিছু কিছু এলাকায় দিনে আট ঘন্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে। এমনিতে গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ, তার ওপর তীব্র লোডশেডিংয়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে জনজীবন।

এমনকি শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকবার লোডশেডিং হয়েছে। প্রতিবারই অন্তত এক ঘন্টার জন্য স্থায়ী হয়েছিল লোডশেডিং। অথচ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাধারণ সময়ের তুলনায় বিদ্যুতের চাহিদা থাকে অনেকটাই কম। শুক্রবার (২ জুন) রাজধানীর মগবাজার এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, "শুধু সকালেই দুই থেকে তিনবার লোডশেডিং হয়েছে।" অন্যান্য জেলাতেও বিদ্যুৎ সরবরাহের একই অবস্থার কথা জানা গেছে। বগুড়া বাসিন্দা মহসিনা আক্তার বলেন, "গরম বাড়লেই লোডশেডিং শুরু হয়।" (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

কয়লা সংকটে আগামীকাল বন্ধ হচ্ছে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র

আওয়াজবিডি ডেস্ক: কয়লা সংকটের কারণে ৫ জুনের পর সাময়িক সময়ের জন্য পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। শনিবার (৩ জুন) দুপুরে সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের দত্তপাড়া এলাকায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। লোডশেডিং বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে নসরুল হামিদ বলেন, পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সময়মত কয়লা আসতে না পারায় উৎপাদন বন্ধ। তাই সারাদেশে লোডশেডিং বেড়েছে। কয়লা আমদানি করতে আরও অন্তত ২০ থেকে ২৫ দিন সময় লাগবে বলে জানান তিনি। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

মে মাসে রেমিট্যান্স কমেছে ১০.২৭ শতাংশ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ব্যাংকাররা বলেন, দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের সংকট থাকার কারণে অনেক ব্যবসায়ী হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশি উৎস থেকে ডলার সংগ্রহ করছে। খোলাবাজারের ডলারের দাম বেশি ও হুন্ডির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দেশের ব্যাংকিং খাতে মে মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স কমেছে ১০.২৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী এই তথ্য পাওয়া গেছে। চলতি অর্থবছরের মে মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ১.৬৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে আগের অর্থবছরের একই মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ১.৮৮ বিলিয়ন ডলার। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

একনজরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট

আওয়াজবিডি ডেস্ক: এবারের বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। ঘাটতি আড়াই লাখ কোটি টাকার বেশি। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ আর মূল্যস্ফীতির বার্ষিক হারের লক্ষ্য থাকছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। আগামী বছরে মোট বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা হবে জিডিপির ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ। বাজেটে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। এটি চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১ লাখ ১ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা বেশি। বাজেটের এই ব্যয় মেটাতে মোট কর আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এই লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ৬৭ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকা বেশি। নতুন বছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সরকার যেভাবেই হোক আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির লাগাম ৬ শতাংশের মধ্যেই টেনে রাখতে চায়। নতুন অর্থবছরের জিডিপি হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ।

(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ৩০০ আসনের সীমানা নির্ধারণ করে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত গেজেটে কয়েকটি আসনে পরিবর্তন এসেছে। গত বৃহস্পতিবার ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত গেজেট শনিবার (৩ জুন)বিজি প্রেসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১-এর ধারা ৬-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে সংসদের পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক তালিকা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ওই বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৩-এর অধীন পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার বিষয়ে দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত আহ্বান করা হয়। আরও বলা হয়, পরে নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক প্রাপ্ত দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামতের ওপর কমিশন কর্তৃক প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন উক্ত আইনের ধারা ৬-এর উপধারা (৪) অনুযায়ী দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত পর্যালোচনা করে প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত নির্বাচনী এলাকার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সংযুক্ত তপশিল মোতাবেক জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া করে বিপাকে ইমাম

আওয়াজবিডি ডেস্ক: নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গত ৩০ মে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এই দোয়া পরিচালনা করে এবার শোকজ খেলেন মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া। তিন কার্যদিবসের মধ্যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

গরীব-ধনী সবার জন্য এবারের বাজেট: অর্থমন্ত্রী

আওয়াজবিডি ডেস্ক: গরীব-ধনী সব শ্রেণির মানুষের জন্য বাজেট উপহার দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, দেশের মানুষের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আমরা ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নে ব্যর্থ হব না। সরকারের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা রয়েছে। একইসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, প্রস্তাবিত বাজেট আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শ মেনে করা হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মোতাবেক করা হয়েছে, তবে সংস্থাটির যেসব পরামর্শ আমাদের জন্য ভালো কিংবা গ্রহণযোগ্য সেগুলো নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশও সেটা করে থাকে। শুক্রবার আগারগাঁও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেন্দ্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

দুর্নীতি রোধ ও টাকা পাচার বন্ধে বাজেটে দিকনির্দেশনা নেই : টিআইবি

আওয়াজবিডি ডেস্ক: চলমান অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান আয়-বৈষম্য ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমার মূল কারণ লাগামহীন দুর্নীতি ও অর্থপাচারের মতো মরণব্যাধিকে প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী একেবারেই স্বীকার করেননি। একইভাবে সুশাসন ও ন্যায্যতার ভাবনাকেও নির্বাসনে পাঠিয়েছেন বলে মন্তব্য করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলছে, কোভিড সংকট ও ইউক্রেন যুদ্ধের বৈশ্বিক সংকটের ফলে অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে মূল অন্তরায় যে অবারিত দুর্নীতি ও গগনচুম্বী অর্থপাচার, তা নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রকার দিকনির্দেশনাহীন উচ্চাভিলাষী বাজেট কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা পরিষ্কার নয়। আর ক্ষমতার বলয়ের বাইরে দেশের আপামর জনগণের জন্য এই বাজেট কোনো ভূমিকা রাখবে, এমন আশা একেবারেই অমূলক। শুক্রবার (২ জুন) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় ডলার সংকট মোকাবিলা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠনের জন্য আমদানিতে কঠোরতা, ঋণপত্রে নজরদারি (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বাজেটে সংকট থেকে উত্তরণের কোনও রূপরেখা নেই : ফখরুল

আওয়াজবিডি ডেস্ক: প্রস্তাবিত বাজেটে চলমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কোনও রূপরেখা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, সরকারের একজন মন্ত্রী বলেছে যে, চমৎকার বাজেট হয়েছে। অথচ আজকে নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বলছে যে, সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি নেই। নিত্যপণ্যের দামের যে ঊর্ধ্বগতি, চলমান যে সংকট... সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রূপরেখা বাজেটে নেই। টাকা কোথা থেকে আসবে? কীভাবে আসবে সেটাও বলা নেই। এটাই হলো এই সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুক্রবার (২ জুন) বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ (বিএসপিপি)। অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল বলেন, যারা ভিক্ষুক তাদেরকেও নাকি দুই হাজার টাকা আয়কর করে দিতে হবে। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

অসম্ভব জেনেও আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই লক্ষ্যমাত্রা 'অবাস্তব' এবং বছর শেষে যথারীতি বড় ব্যবধান ঘাটতি থাকবে। চলতি অর্থবছর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের ঘরে চলে এলেও আগামী অর্থবছরের সার্বিক রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশের উপর ধরে লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই লক্ষ্যমাত্রা 'অবাস্তব' (আনরিয়েলিস্টিক) এবং বছর শেষে যথারীতি বড় ব্যবধান ঘাটতি থাকবে। গত বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সহ সার্বিক রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিলো ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা, যা আগামী বছরের জন্য ধরা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, "এই টার্গেট রিয়েলিস্টিক নয়, বিশাল শর্টফল থাকবে আগামী বছরও।" তিনি বলেন, "জিডিপিতে ট্যাক্সের অবদান (ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও) আগামী বছর না বেড়ে আরো কমে যাবে।" এনবিআরের হিসাব অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম দশমাসে রাজস্ব আদায় বেড়েছে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মাত্র ৭ শতাংশ। অথচ এর আগের অর্থবছরগুলোতে এই হার ছিলো গড়ে ১৪ শতাংশের মতো। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

রিটার্ন দাখিলে দিতেই হবে ২ হাজার টাকা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন অথচ করযোগ্য আয় নেই—এমন ব্যক্তিদের ওপর ন্যূনতম কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাব পাস হলে করমুক্ত আয়সীমার নিচে আয় থাকলেও নির্ধারিত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে টিআইএন (করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর) ধারীদের রিটার্ন দাখিলে ন্যূনতম ২ হাজার টাকা কর দিতে হবে। এর আগে দুপুর ৩টায় জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাজেট বক্তৃতা শুরু করেন অর্থমন্ত্রী। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

কলমে বসবে কর, বাড়বে দাম

আওয়াজবিডি ডেস্ক: নতুন অর্থবছরে শিক্ষা উপকরণ কলমের ওপরে কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে পণ্যটির দাম বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার (১ জুন) জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ প্রস্তাব দেন। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বল পয়েন্ট পেনের (কলম) উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক (মূল্য সংযোজন কর) আরোপের প্রস্তাব করেন। এদিকে বাজারে পণ্যদ্রব্যের দাম ব্যাপক হারে বাড়লেও দীর্ঘদিন ধরে কলমের দাম স্থিতিশীল ছিল। 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে' শিরোনামে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট সংসদে পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বিকেল ৩টায় তিনি ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। তারপর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বাজেটে সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করেন। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

করের কোপে পড়ছে সবাই

আওয়াজবিডি ডেস্ক: করোনা মহামারির বিশাল ধাক্কা। মানুষের স্বস্তি ফেরার আগেই শুরু হয়ে গেল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। জোড়া বিপর্যয়ে বিশ্ব যেমন ধুঁকছে, বাদ যায়নি বাংলাদেশও। অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছে করোনার সময়। এরপর যুদ্ধের ডামাডোলে পড়ে বেড়ে গেল নিত্যপণ্যের দাম। বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে নাভিশ্বাস অবস্থা অনেকের। এই যখন অবস্থা, তখন স্বস্তির বদলে আরও বড় অস্বস্তি নিয়ে আসছে বাজেট। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট সংসদে পেশ হবে আগামী বৃহস্পতিবার। জানা যাচ্ছে, নির্বাচনের বছর হওয়ার পরও নতুন বাজেটে কর আদায়ে কঠোর হচ্ছে সরকার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) করছাড় কমিয়ে আর বিভিন্ন খাতে করহার বাড়িয়ে জাল এমনভাবে বিছিয়ে দিচ্ছে যে এর রেশ আরেক দফা পড়বে ভোক্তার ঘাড়েই। জানা যাচ্ছে, আয় না থাকলেও দিতে হবে ন্যূনতম আয়কর, সেটাও দিতে দেরি করলে জরিমানা হবে দ্বিগুণ। জমি ও ফ্ল্যাট বিক্রিতে দ্বিগুণ হারে গেইন ট্যাক্স দেওয়ার বিধান আসছে। মোবাইল ফোনসেট কিনলে যেমন বেশি খরচ করতে হবে, তেমনি বিদেশ থেকে আনা ফ্রিজ, ফ্যান, এলপিজি সিলিন্ডারেও গুনতে হবে অতিরিক্ত শুল্ক। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে কমবে করছাড়, একের বেশি গাড়ির মালিক হলে কার্বন কর দিতে হবে। প্লাস্টিকের বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্যে যেমন খরচ বাড়বে, তেমনি ব্যয়বহুল হবে নির্মাণসামগ্রীও। কারণ, ইট, রড, সিমেন্টেও ভ্যাটের হার বাড়ছে। করদাতা খুঁজতে এজেন্ট নিয়োগ দেবে সরকারকরদাতা খুঁজতে এজেন্ট নিয়োগ দেবে সরকার এনবিআরের কর্মকর্তারা জানান, কর আদায়ে এমন আরও অনেক বিধান আসছে নতুন অর্থবছরে। বিশ্লেষকেরা জানান, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে যতই কৌশল করা হোক না কেন, বেলা শেষে বাড়তি এই করের বোঝা পড়বে সাধারণ ভোক্তার ঘাড়েই। জানা যায়, নির্বাচনের বছরে ৭ লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকার বড় বাজেটে থাকছে খরচের বিশাল বহর। এ খরচ মেটাতে বিভিন্ন খাতে বাড়তি কর বসিয়ে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা আদায়ের পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রীর, যা বাস্তবায়ন করতে অন্তত ৩৬ শতাংশ হারে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হতে হবে। অথচ চলতি অর্থবছরেই ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যপূরণে হিমশিম খাচ্ছে এনবিআর। রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি কোনোভাবেই ১০ শতাংশের ওপরে তোলা যাচ্ছে না। গবেষণা সংস্থা পিআরআই বলছে, অর্থবছর শেষে প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি থাকবে। তারপরও নতুন (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

আমেরিকা না গেলে কিছু যায় আসে না: শেখ হাসিনা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: বাংলাদেশের জন্য ভিসানীতি ঘোষণা এবং স্যাংশন দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসব নিয়ে ভাবেন না জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেছেন, ২০ ঘণ্টা জার্নি করে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা না গেলে কিছু যায় আসে না। শনিবার (৩ জুন) বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'কে আমাদের ভিসা দেবে না, কে স্যাংশন দেবে, ও নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। ২০ ঘণ্টা জার্নি করে, আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকা না গেলে কিচ্ছু যায় আসে না। পৃথিবীতে আরও অনেক মহাসাগর আছে, অনেক মহাদেশ আছে। আমরা সেসব মহাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব।'

শেখ হাসিনা বলেন, ভোট যারা চুরি করে, ভোট নিয়ে যারা চিরদিন খেলছে, জনগণের ভাগ্য নিয়ে যারা খেলছে, আমি তাদের (আমেরিকা) বলবো— ওই সন্ত্রাসী দলের দিকে নজর দিন। কানাডার হাইকোর্ট বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতির দায়ে আমেরিকা তারেক জিয়াকে ভিসা দেয় নাই। তারা (বিএনপি) আবার তাদের (আমেরিকা) কাছে ধরণা দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতকিছু বলতে চাই না। শুধু এটাই বলব— যারা অর্থনীতিবিদ, জ্ঞানী-গুণী আছেন, আমরা তো লেখাপড়া এত বেশি জানি না। শুধু দেশের মাটি মানুষকে চিনি। বাংলাদেশ, নদী-নালা, খাল-বিল চিনি। বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ কোথায়, কী করলে ভালো হবে সেটা জানি। সেটাই মাথায় রেখে দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় নিয়েছি।

টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের প্রতি আমার আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। তারা জানে একমাত্র নৌকায় ভোট দিলে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। নৌকায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে। নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নত জীবন পেয়েছে। নৌকায় ভোট দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ পেয়েছে।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নেতাকর্মীদের বলব, জনগণের স্বার্থে জনগণের কারণে ত্যাগ স্বীকার করলে জনগণ কিন্তু সেটার মর্যাদা দেয়। এই কথাটা মনে রাখতে হবে। জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি, জাতির পিতা করে গেছেন। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ আহমদ AWAAZBD.INC, ৩৭-৪২ ৭২ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, সুইট-১ ডি, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ ফোন: +১৬৪৬৩০৯৬৬৬৫, +১৬৩১৯২০৩০৩৮ ইমেইল: usa.awaazbd@gmail.com